পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা

২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিঃ ॥ ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে জুলাই, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ :	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	২
অমৃত বাণী : তাকওয়া লাভের উপায়	:	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ তারেক মোবাশ্বের	৩
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৪
জুমুআর খুৎবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮
চলতি দুনিয়ার হালচাল	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৫
এসব বয়ানেই রোগ সারে কি ?			
ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব)	:	অনুবাদ :	
মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		২২
কবিতা : কোথা সেই ইসলাম	:	মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	২৭
প্রশ্ন-উত্তর	:	ভাষান্তর :	
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)		এন, এ, শামীম আহমদ	২৯
এম, টি, এ ডাইজেস্ট	:	সংকলন : আবদুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	৩৩
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৫
সংবাদ	:		৩৮
আস্ হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৪০
সম্পাদকীয়	:		৪৩

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

* আপনার বর্তমান বছরের চাঁদা ১লা জুলাই থেকে পাওনা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

৩১শে জুলাই, ১৯৯৭ : ৩১শে ওফা, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা—৪

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালিক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না। (৬৫৬)

১০০। এই সকল লোককে অচিরেই (৬৫৭) আল্লাহ্ মার্জনা করিয়া দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

১০১। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধস্থল এবং প্রাচুর্য (৬৫৮) পাইবে। আর যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর বর্তিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৪তম রুকু

৬৫৬। যে সকল মো'মেন প্রকৃতই সামর্থ্যহীন, যাহারা প্রতিকূল ও পরিপন্থী অবস্থান হইতে সরিবার যোগ্যতা না থাকার কারণে সেখানেই থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৬৫৭। 'আসা' (হইতে পারে) শব্দটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে না, বরং এই শব্দটি সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে আশা ও ভয়ের মধ্যে দোলায়মান রাখার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে তাহারা প্রার্থনা ও সৎকর্মের প্রতি কোন শৈথিল্য না দেখায়। বাক্যটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মনে মিথ্যা নিরাপত্তা ও আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি না করিয়া আশার সঞ্চার করে।

৬৫৮। ইসলাম বিশ্বাসীগণকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস-বিধ্বংসী, প্রতিকূল শত্রু পরিবেশে থাকিতে অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণভাবে অপারগ না হইলে, তাহাদিগকে ঐ পরিবেশের স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, ইহাতে ওজর-আপত্তি খাটিবে না।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

و رتل القران ترتيلا ○ (سورة المزمل ايت ٥)

অর্থাৎ তরতীব সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ কর (সূরা মুয্যাম্মেল আয়াত-৫)।

হাদীস ঃ-

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل المومن الذى يقرء القران مثل الا ترجة و ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المومن الذى لا يقرء القران مثل التمرة طعمها طيب و لا ريح لها و مثل الفاجر الذى لا يقرء القران كمثل الحنظلة طعمها مر و لا ريح لها (ابوداؤد كتاب الادب)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, কুরআন করীম পাঠকারী মোমেনের উদাহরণ কমলাস্বরূপ যার স্বাদ উত্তম এবং সুগন্ধ-ও উত্তম। কুরআন না পাঠকারী মোমেনের উদাহরণ খেজুরস্বরূপ। যার স্বাদ তো উত্তম কিন্তু সুগন্ধি নেই। ফাযের (পাপী) ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হান (সুগন্ধি ঘাস)স্বরূপ। যার সুগন্ধি তো উত্তম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। ফাযের (পাপী) ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হানতাল (অত্যন্ত তিতো জংলী ফলবিশেষ যা কদাচিৎ ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়) স্বরূপ যার না তো তো কোন সুগন্ধি আছে আর স্বাদ ও অত্যন্ত তিক্ত। (আবু দাউদ কিতাবুল আদাব)

ব্যাখ্যা ঃ-

খোদাতা'লা মানবজাতিকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে যুগে যুগে তাঁর নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। সমগ্র মানব জাতিকে তৌহীদের বাঁধনে একত্রিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে কেউই বিশ্বনবী ছিলেন না। এবং কেউই বিশ্বের সকলের জন্যে প্রেরিত হন নি, একমাত্র সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই বিশ্বের জন্য প্রেরিত হন এবং তার শরীয়ত বিশ্বের সকলের জন্য এবং তার উপর নাযেলকৃত কালামুল্লাহ্ কুরআন মজীদ হলো বিশ্বের একমাত্র ত্রাণকারী মুক্তিদাতা। কুরআন হলো আল্ কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা এর মধ্যে সন্নিবেশিত, সকল কল্যাণের উৎস এই কুরআন। কুরআনের উপর আমল করা সকলের ফরয করা হয়েছে যেমন কিনা উদ্ধৃত আয়াত, যা শুরুতে দেয়া হয়েছে তা হতে বুঝা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কেয়ামে লায়ল অর্থাৎ রাতে বেশী বেশী নফল আদায় করা আবশ্যকীয়। কুরআনের

(অবশিষ্টাংশ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

তাকওয়া লাভের উপায়

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ তারেক মোবাশ্বের

"নিষ্ঠা ও ভালবাসা দ্বারা কাউকে নসীহত করা বড়ই কঠিন। কিন্তু কখনও কখনও নসীহত করার মধ্যেও একটি গুপ্ত ঈর্ষা ও অহংকার মেশানো থেকে থাকে। যদি তারা ঐকান্তিক ভালবাসার সাথে নসীহত করে থাকতেন তাহলে খোদাতা'লা তাদেরকে ঐ আয়াতের অধীনে নিয়ে আসতেন না। বড়ই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তিনি যিনি প্রথমেই নিজের ত্রুটি দেখেন। তাদের সন্ধান তখনই পাওয়া যায় যখন কিনা সর্বদা পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। স্মরণ রেখো যে, কেউ পবিত্র হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাকে পবিত্র না করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এতটা দোয়া করা না হয় যে, মারা যাওয়ার উপক্রম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারে তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতা লাভ হতে পারে না। উহার জন্যে দোয়ার দ্বারা আশিস যাচ্ঞা করা উচিত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, উহাকে কীভাবে যাচ্ঞা করা উচিত। সেক্ষেত্রে উহার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা কাজ সাধন করা আবশ্যক। যেভাবে একটি জানালা দিয়ে দুর্গন্ধ আসলে সেক্ষেত্রে উহার প্রতিকার এই যে, জানালাকে বন্ধ করা দেয়া বা দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটি উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করা। অতএব যদি কেউ তাকওয়ার প্রার্থী হয় কিন্তু তার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে সে-ও বেআদব যে খোদা কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিকে অযথা পরিত্যাগ করে। সর্বপ্রকার ঐশী-প্রদত্ত দানকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কাজে লাগানোর নামই চেষ্টা-প্রচেষ্টা যা প্রত্যেকের……জন্যে ফরয। অবশ্য যে দুর্বল চেষ্টা-প্রচেষ্টার ওপর ভরসা করে সে-ও মুশরেক বা অংশীবাদী এবং ঐ বালা-মুসিবতে ক্লিষ্ট হয় যার মধ্যে ইউরোপও (ক্লিষ্ট) হচ্ছে। চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়া উভয়েই অবলম্বন করা উচিত। চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা কর যে, আমি কী জিনিষ! আশিস সর্বদা খোদার নিকট থেকেই এসে থাকে। হাজার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করো অবশ্যই কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অশ্রুপাত না হবে। সাপের বিষের ন্যায় মানুষের মধ্যেও বিষ রয়েছে। এর প্রতিষেধক হলো দোয়া, যার মাধ্যমে সর্বদা আকাশ থেকে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয়। যে দোয়া থেকে অমনোযোগী সে মারা গেছে। একদিন ও একরাত যার দোয়া-শূন্য থেকে যায় সে শয়তানের নিকট পৌঁছে। প্রত্যেক দিন লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, দোয়ার যে হক বা দাবী ছিলো তা আদায় হয়েছে কি হয় নি। নামাযের বাহ্যিক আকৃতিকে যথেষ্ট মনে করা বোকামী। অধিকাংশ লোক আনুষ্ঠানিক নামায আদায় করে থাকে এবং খুব দ্রুত করে থাকে যেন একটি অবৈধ ট্যাক্স লাগানো হয়েছে সত্বর ঘাড় থেকে তা অপসারণ করো। কতক লোক নামায তো দ্রুত পড়ে নেয় কিন্তু এর পরে দোয়া এত দীর্ঘ করে যে, নামাযের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ সময় নিয়ে নেয়; যদিও নামায স্বয়ং একটি দোয়া। যার নামাযের মধ্যে দোয়ার সৌভাগ্য না হয়, তারা নামাযই হয় নি। নিজেদের নামাযকে অতুলনীয় খাবার ও ঠাণ্ডা পানির মত স্বাদযুক্ত এবং মজাদার করে নেয়া উছিত। এমন না হয় যে, উহার ওপরে অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯১ নতুন সংস্করণ)

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এমন যেন না হয়, যে বৃষ্টি মানুষের কাংখিত বস্তু ও যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাহা রহমতের পরিবর্তে দুঃখ-কষ্টে না পরিণত হয়, ফসলের শিকড় উপড়াইয়া নাস্তানাবুদ না করিয়া দেয়। নীচু জমির ফসলাদি ডুবাইয়া না দেয় এবং সকল আশা ভস্মে না পরিণত হয়। মানুষ অবাক বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং বলাবলি করিতেছে, না জানি পরোয়ারদেগারের কি ইচ্ছা ! মানুষের কি কিছু করার ক্ষমতা আছে ? মানুষভাবে একটা কিছু, ঘটে অন্য কিছু। অবাক কাণ্ড যে, কয়েকদিন পূর্বে চুড়ুই এর ন্যায় ছোট ছোট পাখীকে মনের আনন্দে পানিতে গোসল করিতে দেখা গিয়াছে। শীতের তীব্রতা সত্ত্বেও এই প্রাণী পানিতে এইভাবে গোসল করিতেছিল যে, দেখিয়া অবাক হইতে হইয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে এত গরম কীভাবে সৃষ্টি হইয়া গেল। ইহার দরুন অভিজ্ঞ লোকেরা আরো প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করিতেছিল। বস্তুতঃ এই ধারণা প্রকৃতপক্ষেই সঠিক প্রমাণিত হইল। এখন পর্যন্ত মেঘ আকাশে যথারীতি উড়িতেছে। এখনতো সকলে চাহিতেছে বৃষ্টি যেন বন্ধ হইয়া যায় এবং রোদ উঠে। বৃষ্টির অভাবে সেচহীন ফসলের ক্ষতি হয়। অথচ এই মৌসুমে অবিরাম বৃষ্টির দরুন সেচের ও সেচহীন উভয় প্রকার ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। এখন এমন কোন জেলা নাই, যেখানে অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। * সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গত সপ্তাহে গের গাঁওয়া জেলার কোন কোন অংশে শিলা পড়ার দরুন ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। আজ রাত্রির বৃষ্টিতে গর্জন ও বিদ্যুতের কড় কড় ধ্বনিও ছিল। কিন্তু মেঘের জোর যথারীতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এত বৃষ্টি শহরের বাড়ী ঘরের জন্যও ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই বৃষ্টির দরুন রাস্তাঘাটের উপরের অংশ উড়িয়া গিয়াছে। কঙ্ক্রিটের রাস্তাগুলি কাদায় থক থক করিতেছে। মাঠে কেবল পানি আর পানিই দেখা যাইতেছে। গাছপালা বিয়ের কন্যার ন্যায় সদ্যস্নাত, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সবুজ দেখাইতেছে,

---

* টীকা : ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই বৃষ্টিপাত একটি সর্বব্যাপী বৃষ্টিপাত ছিল। ইহাতে অস্বাভাবিক ব্যাপার কেবল ইহাই ছিল না যে, বসন্তকালে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, বর্ষাকালকেও হারাইয়া দিয়াছে, বরং দ্বিতীয় অস্বাভাবিক ব্যাপারটি এই ছিল যে, বসন্তকাল হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে সারা দেশে বৃষ্টি হইয়াছে। অথচ বর্ষার দিনেও কখনো এইরূপ হয় নাই।

যেন ইহাদিগকে নূতন পোষাক পরানো হইয়াছে। এই সময়ে এইরূপ বৃষ্টি দীর্ঘকাল পরে নসীব হইয়াছে (এই বাক্য দ্বারা এই পত্রিকা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই বৃষ্টি অস্বাভাবিক)। সত্য ইহাই যে, গ্রীষ্মকালের বর্ষাতেও এইরূপ বৃষ্টি খুব কম দেখা গিয়াছে। ঐ পরোয়ারদেগার পরমাত্মার অলৌকিক কাণ্ড যে, এই মৌসুমে এই অবস্থা।"

বলাবাহুল্য, ইহা একজন হিন্দু ভদ্রলোকের পত্রিকা, যাহা লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। খোদাতা'লা আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্যের জন্য তাহার কলম ও মুখ দ্বারা এই সত্য বর্ণনা বাহির করিয়াছেন।

অতঃপর ১৯০৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে এই 'আম' পত্রিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :—

যদিও এই বৎসর শীতকাল কিছুটা ঢিমা তেতালা দেখা গিয়াছিল এবং এই আশা নিশ্চিত রূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে (অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে) ইহা স্ব-রূপ ধারণ করিল এবং নগ্ন দাঁত দেখাইতে শুরু করিল। এই মাসে শীতকাল কখনো এইরূপ আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখায় নাই। জানুয়ারীর শেষ দিক হইতে এই পর্যন্ত এই অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, কখনো বৃষ্টিপাত কখনো বরফ বর্ষণ ও কখনো শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। মানুষ হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিল। আকাশ যেন ঘন মেঘের বোরখা পরিধান করিয়াছে। সূর্য ও রৌদ্র দেখার জন্য মানুষ হা-পিত্যেস করিতেছে। একটি দিনও যায় না যখন বরফ পড়ে না বা শিলা বৃষ্টি হয় না। যদি ইহা না হয় তবে অনিবার্যরূপে বৃষ্টিপাত হয়। কখনো কখনো ধূম্রায়িত মেঘের দরুন দিনের বেলাও অন্ধকার হইয়া যায় এবং আলোর অভাবে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। শীতের অবস্থা এইরূপ যে, রাত্রিবেলায় পানি যদি কোন জায়গায় পড়িয়া থাকে তবে ভোরে তাহা জমিয়া যায়। পানি গরম না করিয়া পান করা যায় না। এখন সিমলার চতুর্দ্দিকে বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সকল গাছ-পালা ও বাড়ী-ঘর-দুয়ার বরফের বোরখায় আচ্ছাদিত। শীত খুব তীব্র। এই পত্রিকাতেই লেখা হইয়াছে যে, এই দেশে বৃষ্টিপাত সর্বব্যাপী হইয়াছে। যে সকল এলাকায় সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে সেই সকল এলাকাতেও বৃষ্টি হইয়াছে।

আগ্রা হইতে প্রকাশিত 'জাছুস' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :

১৯০৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ায়ী তারিখে সন্ধার সময় কানপুরে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছে। তুফান নামিয়া আসিয়াছে এবং এইরূপ শিলাপাত হইয়াছে যে, রেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

অমৃতসর হইতে প্রকাশিত 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩২৫ হিজরীর পবিত্র মোহররম সংখ্যায় লেখা হইয়াছে যে, এই সপ্তাহে এই

এলাকায় বরং সমগ্র পাঞ্জাবে লাগাতার বৃষ্টি হইতেছে। ১৯ তারিখ রাত্রে ভয়ানক শীলা-বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণজী কাদিয়ানীর নিকট ইলহাম হইয়াছে "আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে'। তিনি বলিয়াছেন, "কিছুই জানি না কি হইতেছে।" (খোদার ইলহাম লইয়া ইহা একটি হাসি-ঠাট্টা وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون (সূরা আশ্‌ শো'আরা-আয়াত ২২৮) (অর্থ: এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে—অনুবাদক)। যাহা হউক আমার এই বিরুদ্ধবাদী সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই সপ্তাহে সমগ্র পাঞ্জাবে অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছে। সকলে অবগত আছে যে, ২২শে ফেব্রুয়ারী ঠিক বসন্তকাল। সে এই সাক্ষাৎ দিয়াছে যে, উপরোক্ত ইলহাম পূর্ণ হইয়াছে।

লাহোর হইতে প্রকাশিত 'হিকমত' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লেখা হইয়াছে যে, দার্জিলিং এ প্রত্যহ বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং বজ্রপাতসহ তুফান হইয়াছে।

মুরাদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'নাইয়ারে আযম' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লেখা হইয়াছে যে, এক সপ্তাহ যাবৎ বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং শিলাও পড়িয়াছে।

আম্বালা হইতে প্রকাশিত 'আযাদ' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে যে, দিল্লীতে দশ দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং শিলাপাতও হইয়াছে।

লাহোর হইতে প্রকাশিত 'পয়সা' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে যে, অবিরাম ও অধিক বৃষ্টিপাতের দরুন ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। 'পয়সা' পত্রিকায়' ১৯০৭ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ইহাও লেখা হইয়াছে যে, মাদ্রাজে স্বাভাবিকের চাইতে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

অমৃতসর হইতে 'পাবলিক ম্যাগাজিন' এ ১৯০৭ সালে ১১ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, অমৃতসরে শীত উহার পূর্ণ যৌবনে আছে এবং বর্ষণের ধারা শুরু হইয়াছে।

লাহোর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে লেখা হইয়াছে যে, বৃষ্টিপাতে মানুষ তিক্ত-বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দৈনিক 'পয়সা' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে যে, আরায় চার দিন হইতে অবিরাম রহমতের বৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে। হুবহু বর্ষাকালের অবস্থা দেখা যাইতেছে। মানুষ ঘাবরাইয়া পড়িতেছে এবং রৌদ্রের জন্য হা-পিত্যেস করিতেছে।

দৈনিক 'পয়সা' পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ৮ম পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে যে, কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। গতকাল পুনরায় বড় জোরে-শোরে বৃষ্টি

হইয়াছে। শীত বাড়িয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। রাস্তা-ঘাট বিনাশ হইয়া গিয়াছে।

এই দেশে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি হওয়া সম্পর্কিত এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে উপরোক্ত পত্রিকাগুলি হইতে সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছি। যদি আমি চাহিতাম তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য আরো পঞ্চাশ ষাটটি পত্রিকা উপস্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি জানি এই পত্রিকাগুলির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। দেশবাসী নিজেরাও জানে এই বসন্তকালে ইহা অস্বাভাবিক বৃষ্টি, যাহার জ্ঞান খোদাতা'লা ছাড়া আর কাহারোই ছিল না। বরং বৃষ্টিপাত, তুফান, ইত্যাদির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তা নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং যাহারা এই কাজের জন্য মোটা বেতন পাইতেছেন, তাহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে সাধারণ বৃষ্টিপাতের বেশী হইবে না। বস্তুতঃ ১৯০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় আগামী মৌসুমের জন্য তাহারা যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখ।

বৃষ্টি এবং শীত সম্পর্কিত এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এই দিক হইতে প্রকাশিত হয় নাই যে, বসন্তকালে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইল এবং অস্বাভাবিক শীত পড়িয়া গেল, বরং অন্য এক দিক হইতেও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ ঘটিল যে, এই বসন্তে সারা দেশের সকল অংশে বৃষ্টিপাত হইয়া গেল, এবং যে সকল জেলা বৃষ্টির জন্য সর্বদা হা-পিত্যেস করিত সে সকল জেলায়ও বৃষ্টি হইয়া গেল। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার বিবেক আছে, লজ্জা-শরম আছে ন্যায়পরায়ণতা আছে এবং খোদা-ভীতি আছে, সে নির্দিধায় এই কথা স্বীকার করিবে যে, এই ব্যাপারটি অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ছিল, যাহার খবর খোদাতা'লা পূর্বেই দিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নেই এইরূপ অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এই দেশে ইংরেজ সরকারের একজন আমলা নিযুক্ত ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদও ছিলেন। কিন্তু কেহ এই খবর দেয় নাই যে, বসন্তকালে এইরূপ অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইবে এবং বরফ পড়িবে। কেবল ঐ খোদাই খবর দিলেন, যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সকল নবীর শেষে প্রেরণ করেন, যাহাতে সকল জাতি তাঁহার পতাকার নীচে একত্রিত হয়। (ক্রমশঃ)

(২য় পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তেলাওয়াত বহু সওয়াবের অধিকারী করা ছাড়াও চিন্তা করে পড়লে হৃদয়কে পরিষ্কারও করে।

উপরে বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, কুরআন পাঠকারীর মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট অতি ব্যাপক তাঁর সত্তা মূর্তিমান কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) "কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিসের মত ফেলে না রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, ইহাতে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে।যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে।" আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে কুরআন বুঝে পাঠ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১১ই জুলাই '৯৭ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

এবারের জলসা হবে মুবাহালার বছরটির ফলাফল দেখাবার জলসা। নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বেহিসাব বাড়ানো হয়!

তাশাহ্হুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা যুমার-এর ১১ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :

قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم - للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة و ارض الله واسعة - انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ٥

[তরজমা :—"তুমি বলো হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাদের জন্য কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহর পৃথিবী সু-প্রশস্ত ; ধৈর্যশীলগণকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে]।

অত:পর হুযুর বলেন :

ইউকে সালানা জলসা আসন্ন প্রায়। এ জলসা কার্যতঃ বিশ্বব্যাপী সমগ্র জামাতের কেন্দ্রীয় জলসায় পরিণত হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মেহমানরাও আসতে শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে ব্যবস্থাপক ও কর্মী হিসেবেও খিদমত পালন করে থাকেন। নেক নিয়্যত সহকারে তারা এখানে উপস্থিত হন। এখন আমি জলসা সংক্রান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছুই বলবো না। বরং এই জলসার ভিন্ন একটি দিক বা ভাবমূর্তি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

এবারের এই জলসা হবে মুবাহালার বছরটির ফলাফল দেখাবার জলসা। কেননা, এই মুবাহালায় এবার আহমদীয়তের সমস্ত শত্রুদেরকে এই আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, জোর লাগাও, দোয়া করো, বা যা-কিছুই তোমাদের সাধ্যে কুলোয় তা করো, কিন্তু তোমরা আহমদীয়তকে ঠেকাতে পারবে না, (ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারবে না)। যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক, তাহলে সবাই মিলে যথাসাধ্য দোয়া করো—সব রকমের চেষ্টা-

কৌশল কাজে লাগাও। কিন্তু দেখে নিও, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামাত আহমদীয়া জগদ্ব্যাপী অত্যন্ত বিপুল সংখ্যায় বিস্তার লাভ করবে এবং অসংখ্য বরকতের চিহ্নাবলী পরিদৃষ্ট হবে, যা আসন্ন সালানা জলসায় খুব স্পষ্টাকারে সম্মুখে বেরিয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে জামাত চেষ্টা করে আসছে, এখন অধিকতর পরিমাণে করছে। চেষ্টার চেয়েও বেশী দোয়াকে কাজে লাগাচ্ছে। বস্তুতঃ দোয়াও চেষ্টারই একটি অংশ। দোয়া ব্যতিরেকে চেষ্টা-প্রয়াস কখনও ফলপ্রসূ হয় না। এ ছাড়া তাতে ফলোদয় হয় না। এ প্রসঙ্গে উক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে জামাতকে উদ্দেশ্য করে আমি কিছু জরুরী কথা বলতে চাই। যে-আয়াতটি আমি নির্বাচন করেছি, এর বিষয়-বস্তু পরিশেষে এখানে এসে দাঁড়ায়। انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب —নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বেহিসাব বাড়ানো হয়। অন্য কথায়, ধৈর্যশীলদের প্রতিদানের ক্ষেত্রে হিসেব করা হয় না। অতএব এই মোক্ষম কথাটিই এখন আপনাদের দৃষ্টগোচরে রাখতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বদাই সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে তবলীগের কাজ করে আসছে। ইতোপূর্বে যে-সব ফলোদয় হতো তা অনেকটাই হিসাব কষে দেয়া হতো। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমরা ধৈর্য-শক্তিকে পুরাপুরি কাজে লাগাই নি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি ধৈর্যের শক্তি পুরাপুরি কাজে লাগাতাম, তাহলে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান পাওয়ার দৃশ্যটি আগেই অবলোকন করতাম। এখন বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতে ধৈর্যশীলতার এ চেতনাটি জাগ্রত করে তোলা হচ্ছে। যখন শত্রু দুঃখ-যাতনা দেয়, বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, তখন তোমাদের পক্ষে তওয়াক্কুলের পাশাপাশি ধৈর্যও ধারণ করতে হবে এবং কখনও ধৈর্যের বাঁধন শিথিল হতে দিবে না। সম্প্রতি এর একটি তাজা দৃষ্টান্ত, এরূপ একটি আফ্রিকান দেশের আকারে দেখা গেলো, যেখানে পাকিস্তান ষ্টাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার জন্য জোরদার আন্দোলন চালানো হয়। ওখানে সেই 'খবীস বৃক্ষ' যাকে কুরআন করীমে উক্ত নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে—গালি হিসাবে এ শব্দটি আমি ব্যবহার করছি না বরং কুরআনে বর্ণিত পরিভাষাটিই আমি উচ্চারণ করছি, এ বৃক্ষটি বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না, বরং বিভিন্ন স্থান থেকে ওটা উৎপাটিত হতে থাকে, তারপর ঝড়-তুফান ওটাকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পৌঁছে দেয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখবেন, গাঢ়-পীত বর্ণের ফুল ধরে যে কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছে, ঐ গাছটিরও বিস্তার লাভের সে একই ধরনের পদ্ধতি—এ গাছগুলোকে ক্ষেত থেকে উপড়ে ফেলা হয়, তারপর ঝড়ো বায়ু ওগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় এবং যেখানে যেখানে এগুলো গিয়ে পড়ে, সেখানে অবধারিতভাবে কিছু-না-কিছু খারাপ প্রভাব ফেলে। সুতরাং বর্তমানে এই মৌলবাদীদের দৌড় ঐ রকম কাঁটা-যুক্ত জড়ি-বুটির মতই, যা কেবল রোগ-শোক বয়ে বেড়ায়। তারা বিভিন্ন স্থানে চেষ্টা চালায়

খোদাতা'লার লাগানো গাছগুলোকে শোষণ করে নিজেরা বৃদ্ধি পাওয়ার। এরা হচ্ছে (আহমদীয়ত বিরোধী) ঐ সব উলামা, যাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করছি, তাদের কলা-কৌশল এছাড়া আর কিছুই না। যেখানেই তারা খোদাতা'লার লাগানো বৃক্ষগুলোকে বেড়ে উঠতে দেখতে পায়, সেখানে নিশ্চিত ওরা পৌঁছে যায়। অথচ বিশ্বের অবশিষ্ট অন্য সব অঞ্চল খোলা রয়েছে, সে সব অঞ্চলে তারা কখনো যায় না এবং যেটাকে জনগণের জন্য তারা কল্যাণজনক বলে মনে করে, তাদের সে তথাকথিত প্রভাব খাটাবার বা ছড়াবার চেষ্টা করে না। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কখনও মৌলবীদের পিছনে ছুটে বেড়ায় না। এই উলামা আহমদীয়া জামাতের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেখানে যেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সাফল্যমণ্ডিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে, সেখানেই এই শিকড়-উৎপাটিত মন্দ বৃক্ষ গিয়ে হানা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। তাদের এই হীন অপচেষ্টায় আমরা ইনশাআল্লাহ্ তাদেরকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ছাড়বো। এ প্রসঙ্গে আমি ঐ আফ্রিকান দেশটির কথা উল্লেখ করছিলাম। খোদাতা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে আমরা বড়ো বড়ো সফলতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এই মৌলবীরা সেখানে সরকারের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকেও হাত করে ফেলেছিল। সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন চালায় তারা। এমন কি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অশ্লীল অশ্রাব্য গালি-গালাজ রেডিওতেই নয়, বরং টেলিভিশনে পর্যন্ত দিতে শুরু করেছিল। সরকার যদিও এই কর্মকাণ্ডে নিজেকে লিপ্ত বলে দেখাতে চায় নি তথাপি কার্যতঃ লিপ্ত ছিল। কেননা, যে প্রচারযন্ত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল তা এই মৌলবীদের হাতে চলে যায়। এর ফলে জামাতের জন্য দুই ধরনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি এই যে, উক্ত অঞ্চলটি আহমদীয়া জামাতের জন্যে অত্যন্ত উর্বর, জামা'ত সেখানে দ্রুত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করছে। এমতাবস্থায় যাদের মধ্যে থেকে আমরা সদচেতা লোকদের তালাশ করে বের করতাম, তাদেরই ভেতর এই মৌলবীরা ঢুকে পড়ে নোংরামি ছড়াতে যাচ্ছে—এই পর্যালোচনা ছিল ঐ দেশের জামাতের এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বিপুল সংখ্যক সেখানকার জামাত অত্যন্ত জোশ রাখে এবং যেহেতু তারা মৌলবীদের গালি-গালাজের দরুন উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে সেজন্য আমাদের মোবাল্লেগ ও আমীরগণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন, পাছে তারা জামা'তের নীতি-বিরুদ্ধ কোন কিছু করে বসে, যার দরুন ঐ শত্রুদের তো লাভ হবে। অথচ তাতে আমাদের কিছুই লাভ হবে না। যদি দাঙ্গা বাধ এবং উহার ফলে বিরুদ্ধবাদীদের কিছু লোক মারা যায় তাহলে ওরূপ ঘটলে বাহ্যতঃ আহমদীয়তের বিজয় মনে হলেও ওটা আদৌ আহমদীয়তের বিজয় নয়।

বস্তুতঃ বিজয় হচ্ছে, কিছু আহমদী যদি মারাও যায়, কিন্তু সেখানে আহমদীয়ত তাতে আরও বিস্তার লাভ করে, তাহলে এটাই বিজয়। আর এই বিজয় হয়ে থাকে ধৈর্যের বিজয়। সেজন্যই আমি উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, যাতে আপনাদের বুঝাতে পারি ধৈর্যের কী স্বরূপ, এর কী তাৎপর্য এবং এর কী ফলোদয় ঘটে। সুতরাং আমি সেখানে জামা'তকে বার বার এই মর্মে আমার উপদেশ-বার্তা প্রেরণ করি এবং তাকিদ করি যে, ধৈর্যের বাঁধন কখনও শিথিল হতে দিবে না, তবে জবাবি কার্যক্রম অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলাম অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যে নিজেদের কায়েম রেখে। সুতরাং সেখানে সুবিস্তৃত বিপুল সংখ্যক বিশাল জামাত আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সামগ্রিকভাবে ধৈর্যের উপর অবিচল থাকে। সেই সাথে সকল সীমারেখা বজায় রেখে ভরপুর ও জোরালো জবাবি কার্যক্রম সম্পন্ন করে। মনে রাখবেন, সঠিক পথে পরিচালিত প্রত্যুত্তরমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, ধৈর্যাবলম্বন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। যারা ধৈর্যের রাস টেনে ধরে রাখতে পারে না এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাদের সব জোশ তাতেই বেরিয়ে যায়। কিছু লোক ঐ পক্ষের মারা যায়, আর কিছু এই পক্ষের। তারপর ব্যাপার হয়ে যায় পণ্ড। যাদের বলা হয় যে, তোমাদেরকে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যেতে হবে এবং রাগ ঝেরে ফেলবে না, তারাই বাধ্য হয়ে ভালো কাজে তাদের উত্তেজনাকে পরিবাহিত করে। সে একই জোশ মার-কাটে ব্যয় না হয়ে তবলীগের কাজে ব্যয় হলো, আহমদীয়তের সৌন্দর্য প্রদর্শনে ব্যয় হতে লাগলো। সুতরাং আল্লাহ্তা'লার ফযলে দুশমনদের ঐ তদ্বির এতো শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো যে, ঐ তদ্বিরের সমস্ত হোতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হয়তো তাদের পদে থেকে অপসারিত হয়েছে, নয় তো চিঠির পর চিঠি লিখে জামাতের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে, নেহাৎ ভুল কাজ করেছে তারা। দেখুন, আল্লাহ্তা'লা ধৈর্যশীলদের প্রভূত পুরস্কার দান করণের বলে আল্লাহ্র বাণী আমরা আমাদের চোখের সামনে বাস্তবায়িত হতে প্রত্যক্ষ করলাম। সুতরাং সমস্ত জগদ্ব্যাপী জামাতের বিরুদ্ধে এই জাতীয় কার্যকলাপই চালু হয়েছে। হাঁ, এরা লক্ষ্য করে, কোথায় জামাত আহমদীয়া বিশেষভাবে সফলতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে, সেখানে বিরুদ্ধাচরণের কোন একটা কৌশল অবশ্যই চালানো হয়। এই সব ঘুমিয়ে থাকা মৌলবী তখন সবাই ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ায়। ইতোপূর্বেও তো খোদার পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাও তো ছিল। সেখানে গিয়ে কেন কাজ করে নি? খোদাতা'লা যখনই আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে পৃথিবীর কোন জায়গা দান করেন তখন তারা ঐ সব জায়গা দখল করার জন্যে মেতে উঠে।

অনুরূপ ব্যাপার ভারতেও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কে জানে কবে থেকে ঘুমিয়ে থাকা এই সব মৌলবী, যাদের কোন রকম চিন্তা-চেতনা ছিল না মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা

বা আচার-আচরণ, বা ঈমান-আমল ও আকীদা-বিশ্বাসের দিকে কোনও মনোযোগ দেওয়ার, যারা কেবল নিজেদের আখড়া ও নেতৃত্ব নিয়ে আত্মবিভোর হয়ে দিব্যি বসে ছিল, হঠাৎ আহ্-মদীয়া মুসলিম জামাত বিস্তার লাভ করছে দেখে তাদের মনে খুব আঘাত লেগে যায়। কিন্তু মূর্তিপূজা ও শির্ক বিস্তারে তাদের মনে কোন আঘাত লাগে নি। সুতরাং যখন সারা ভারত জুড়ে মিথ্যে দেবতাদের পূজারীরা খোলাখুলিভাবে শির্ক ছড়াচ্ছিল, তখনও তাদের কোন হুঁশ হয় নি। আহমদীয়া জামা'তই ছিল, তখনও তাদের মোকাবেলায় তবলিগী প্রচেষ্টায় সংগ্রামরত। যেহেতু সেখানে জনগণের মনোযোগ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে, সেহেতু মৌলবীরা এখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে ভীষণ জোশ এসেছে। জামা'তের বিরুদ্ধে তাদের উস্কানিমূলক কার্যকলাপ ও গালি-গালাজ সম্পর্কে সেখানকার আহ্মদীদের পক্ষ থেকে যখন আমাকে জানানো হলো, তখন আমি তাদেরকে উপদেশ দান করি এবং তাকীদ করি, আপনারা যে-কোন অবস্থায়েই ধৈর্য অবলম্বন করুন। ধৈর্য ধারণের এটাই উপযুক্ত সময় হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে সদ্ব্যবহার দেখিয়ে তাদের এ কথা বলা যে, দেখুন, আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছি, ওটা কোন অর্থ বহন করে না। বরং পরীক্ষা ও দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হওয়ার পর মযবুত হয়ে ধৈর্যের উপর কায়েম থাকা এবং ঝড়-তুফানের সময় দৃঢ়প্রোথিত বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান থেকে ইস্তেকামাতের পরিচয় দেওয়াই হচ্ছে এই মুমেনদের বৈশিষ্ট্য, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহতা'লা নিজে তাদের প্রতিপালন করেন। وارض الله واسعة (—আল্লাহ্র পৃথিবী সুপ্রশস্ত) কথাটির এ ক্ষেত্রে অর্থ এই বুঝায় যে, 'তোমরা মাত্র দুই-একজনই ছিলে, এখন তোমাদের অনেক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো হবে এবং অধিকতর প্রশস্ত এলাকা তোমাদের কাছে সমর্পণ করা হবে। খোদার পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সে বিষয়ে চিন্তা করবে না—তোমাদের পায়ের তলা থেকে কখনও মাটি সরবে না, বরং তোমাদের মাটি আরো বাড়ানো হবে।" সুতরাং আল্লাহ্তা'লার ফযলে ভারতে ঐ সব এলাকায় তদ্রূপই ঘটেছে। ভারতে যখন থেকে আহমদীয়া জামাত কায়েম হয়েছে তখন থেকে আজ অবধি এতো বিপুল সংখ্যায় নতুন বয়াত হয় নি যতোগুলো আজ হয়েছে, যখন কিনা মৌলবীরা তাদের সাধ্যমত পুরাপুরি জোর লাগিয়েছে। প্রত্যেক ধরনের অস্ত্র ও কৌশল তারা প্রয়োগ করেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বিষোদগীরণ অশ্লীল গালি-গালাজ করা হয়েছে, এমন কি নতুন আহমদীদেরকে শারিরীক নির্যাতনও করা হয়েছে। গ্রাম কি গ্রাম তাদের উপর ছেয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব যুলুম-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেও আহমদীয়া জামা'ত বহুদূর এগিয়ে গেছে। উক্ত যুলুম-অত্যাচার চলা কালীন আমি তাদের উপদেশ দিতে থাকি, তোমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজে কখনও থেমে যাবে না। ইহাই ধৈর্য ধারণের জরুরী অংশ বিশেষ। যা ইচ্ছা তারা

ঘটাক না কেন, তোমরা ধৈর্য সহকারে যিকরে-ইলাহীর মাধ্যমে এগোতে থাক। সুতরাং এর ফলশ্রুতিতে আজই সেখানকার একটি এলাকার মুন্তাযেমের (ব্যবস্থাপক) পক্ষ থেকে জুমুআর আগে চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, যেখানে আগে আমাদেরকে মারধর করা হতো, সেখানকার জনসাধারণ রুখে দাঁড়িয়েছে। ক'টি গ্রাম মসজিদসহ আহমদী হয়েছে। এখন তারা মৌলবীদের বলে পাঠিয়েছে যে, এখন যদি তোমরা এদিকে আসো তাহলে হুঁশ করে এসো। আমি তাদেরকেও ধৈর্য ধারণের জন্য তাকীদ করে উপদেশ পাঠিয়েছি। যখন মানুষ নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে, তখন তাদের পক্ষ থেকে কখনও কখনও ওরূপ উত্তেজনার বহিপ্রর্কাশ ঘটেও যায়। তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার এ পয়গাম তাদের কাছে এখন হয়তো সরাসরি পৌঁছুচ্ছে। তারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন যে, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এখন ঐ সব অঞ্চলেও প্রাধান্য দান করেছেন, যেখানে অন্যদের প্রাধান্য ছিল যারা আপনাদেরকে নির্যাতন করতো। প্রকৃত প্রাধান্য আপনাদের তখনই হবে, যখন অবিকল ইসলামের শিক্ষানুযায়ী প্রাধান্য লাভ করবেন। সে প্রাধান্য বিস্তারে মযলুমিয়্যত যেন আপনাদের হাতছাড়া না হয়। সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া—এটাই হচ্ছে সব্‌র বা ধৈর্য। দৈহিক শক্তি বা জাগতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করাটা ধৈর্য বলে গণ্য বা অভিহিত হয় না। ধৈর্যের গুণ আপনাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পরিদৃষ্ট হবে না। দৃশ্যমান তখনই হবে, যখন দৈহিক বা জাগতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরও অন্যেরা যদি যুলুম-অত্যাচারের সাহস দেখায়, তাহলে প্রাধান্য বিস্তারকারীদের পক্ষে নিজেরা শক্তিশালী বলে জানা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে রাখা ও প্রতিশোধ হ'তে বিরত থাকা, একমাত্র খোদার খাতিরেই সাব্যস্ত হবে। উক্ত এলাকার আহমদীদের কাছে আমার পত্র কে জানে কখন পৌঁছবে, অতএব, আমার (সম্প্রচারিত) এই খোৎবার মাধ্যমে সরাসরি তারা শুনে নিন যে, আপনাদেরকে যে আল্লাহ্‌তা'লা প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা দান করেন, তা আপনাদের সংখ্যার দরুন করেন নি। বরং মযলুমিয়্যতের দরুনই প্রাধান্য দান করেছেন। আপনাদের ধৈর্য ধারণের দরুন দান করেছেন। যদি মযলুমিয়্যতই হাত ছাড়া হয়ে যায়, যদি ধৈর্যশীলতাই তিরোহিত হয়, তাহলে খোদাতা'লার "ইন্নামা ইউ ওয়াফ্‌ফাস সাবেরুনা আজরাহুম বেগাইরে হিসাব" অনুযায়ী ধৈর্যশীলদের সাথে তাদেরকে বেহিসাব প্রতিদানের যে ওয়াদা, তা তিনি আপনাদের থেকে প্রত্যাহার করে নিবেন। এই যে বেহিসাব পাওয়া যাচ্ছে এটি ছেড়ে দিয়ে সেই পুরানো ধারায় দুই-একজন করে নিতে যদি আপনারা রাজি হতে চান তাহলে যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু খোদাতা'লার শিক্ষাটিকে যদি সম্মুখে রাখতে চান তাহলে প্রত্যেক জাগতিক প্রাধান্যের পাশাপাশি আধ্যা-

ত্মিক প্রার্থনাকে এমন করে আহরণ করুন যাতে মযলুমিয়্যত কখনও আপনাদের হাত ছাড়া না হয়। আপনারা কখনও যেন যালেমে পরিণত না হন। যারা মযলুমের অবস্থানে থাকে, তাদের উপর অবশ্য কখনও কখনও অন্যদের হাত তোলার সাহস সঞ্চয় হয়। তা-ও বরদাস্ত করুন। ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌তা'লা যুলুমের হাত কর্তন করবেন। নানা প্রকারে তিনি এই প্রক্রিয়া সাধন করে থাকেন। কখনও ওরূপ যালেমগণ আলৌকিকভাবে আল্লাহ্‌র গযবের নিশানায় পরিণত হয়। আপনাদের চোখের সামনে খোদাতা'লা তাদের উপর এমন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। আর এই ধরনের বহু ঘটনা (আগেও যেমন হয়েছে, এখনও) বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হতে আরম্ভ করেছে। আহমদীরা যেখানেই ধৈর্য ধারণ করেছে, সেখানেই আল্লাহ্‌তা'লা তাদের (মযলুমিয়্যাতের) অবস্থা দৃষ্টে যালেমদেরকে তাদের কার্যকলাপের কুফল দেখাতে শুরু করেছেন। এই দুনিয়াতেও তাদের সাথে উক্ত আচরণ-ধারা বলবৎ রয়েছে এবং পরকালেও হবে। যখন খোদাতা'লা স্বয়ং আপনাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হাত কর্তনে মজুদ (তৎপর) রয়েছেন, তখন অন্য কিছু করার আপনাদের প্রয়োজন কী ?! বস্তুতঃ ধৈর্যের পাশাপাশি তওয়াক্কুল—আল্লাহ্‌তা'লাতে ভরসার বিষয়টিকে বিজড়িত বলে দেখতে পাবেন। সব্‌র আর তওয়াক্কুল পাশাপাশি এক সঙ্গে চলে। একদিকে সব্‌র বা ধৈর্যের ক্ষেত্রে রয়েছে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজির বিস্তৃতি, অন্যদিকে তওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে খোদা স্বয়ং ওসব যুলুম-অনাচারে লিপ্ত দুশমনদের শায়েস্তা করেন। এদিক দিয়েও এরূপ অসংখ্য নিদর্শন প্রকাশমান রয়েছে, যা এখন বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই এবং সময়ও নেই। (ক্রমশঃ)

(ওডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন :

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسْحِقْهُمْ تَسْحِيقًا

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা)

অর্থ : হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

এসব বয়ানেই রোগ সারে কি?

২৫-১২-৯৬ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি খবর হলো:

কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুতির ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আজ লাঞ্ছিত

—মাওলানা সাঈদী

চট্টগ্রাম ব্যুরো, ২৪ ডিসেম্বর: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ষ্টুডেন্টস এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের উদ্যোগে আয়োজিত কুরআনের মোজেজা ও আহ্বান শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেছেন, কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণ ও তাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করার জন্য। কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুতির ফলে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা নির্যাতিত লাঞ্ছিত এবং পদদলিত। তিনি বলেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আর কুরআনের আহ্বান হচ্ছে জীবনের সকাল থেকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব মেনে চলা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং উৎকর্ষ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বোঝা ততবেশী সহজতর হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় জনাব সাঈদী প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কানাডাস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজ অব কেপ ব্রেটনের প্রফেসর ডঃ মাসুদুল আলম চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, প্রফেস ডঃ মোহাম্মদ লোকমান, এম এইউ পাটওয়ারী, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। মাওলানা সাঈদী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে আল কুরআনের একজন একটি মশাল হয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানান। (২৫-১২-৯৬ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে)

এটি পড়ার পর স্বাভাবিকভাবে যে সব প্রশ্ন জাগে তা হলো খায়রে উম্মতের কেন এত বড় বিচ্যুতি ঘটলো যার কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা আজ লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিতও বটে। এ অবস্থাতো হঠাৎ করে নিমিষে ঘটে যায় নি। এ করুণ অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যখন স্পেন হতে মুসলমান ও ইসলামকে বিদায় নিতে হলো। এর অনেক আগ থেকে, বলতে গেলে যেদিন উম্মাহ 'খিলাফতে রাশেদাকে' বিদায় দিলো সেদিন থেকেই তাদের পতন ও পচন শুরু হলো এবং ক্রমাগত তা জোরদার ও ব্যাপক হয়ে চল্লো। ইসলামী-বিশ্ব যেন কাণ্ডারীবিহীন নৌকায় পরিণত হলো। বর্তমানে চতুর্দিকে এরই চূড়ান্তরূপ প্রকট হয়ে ওঠছে। আরো একটি বড় কারণের সন্ধান পাওয়া যায় হুযূর (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যা নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম

জীব হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল নবী-রসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম। তিনি আল্লাহর নির্দেশে কথা বলতেন, পরিচালিত হতেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও বৃথা হতে পারে না, হয়নি, হবেও না। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারেও কোনই ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। এতে আমাদের ভাববার ও আত্মজিজ্ঞাসা এবং সাবধান হওয়ার প্রচুর উপাদান রয়েছে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, এই যামানার কথাই হাদীসটিতে বলা হয়েছে। মাওলানা সাঈদীও স্বল্প কথায় সে সন্ধান দিয়েছেন। পতনের আরো অনেক কারণ আছে। ওসব নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না।

মানুষের ঘোর পতনের সময়েই নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটে থাকে। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে রাহু মুক্তির পথ দেখান। অর্থাৎ তাঁরা যুগের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হন। তাদের সম্পর্কে যে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো শিক্ষা ও আদর্শ যত উন্নতমানের হয় এর সাথে তত বড় মহান ব্যক্তিত্বের পরশ থাকা চাই নতুবা তা সামগ্রিকভাবে কার্যকর হয় না। ধর্মের বেলায় নবী রসূলগণই ঐ ব্যক্তিত্বের কাজ করে থাকেন। তাঁদের অন্তর্ধানের পর যতই সময় অতিক্রান্ত হয়, স্বাভাবিকভাবেই ঐ পরশের প্রভাব ক্ষীণতর হতে থাকে। এ নিয়ে কথা না বাড়িয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।

অবক্ষয়ে ডুবন্ত মানুষ যখন ঐ অবস্থা হতে ত্রাণের কোনই পথ খুঁজে পায় না তখন আল্লাহ্ নবী পাঠিয়ে পথের নিশ্চিত সন্ধান দেন। এ তাঁর চিরন্তন বিধান। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। যদি হয় তবে কোন নবী-রসূলের আগমনেরই যৌক্তিকতা থাকে না।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগে 'রাহমাতুল্লিল আলামীনের' উম্মতের এবং একই সময়ে অন্যান্য ধর্মের দাবীদারদের চরম অধঃপতনেও যদি কোন প্রকারের নবীরই শুভাগমন না ঘটে তবে মানবতার পুনর্বাসনের আর কোন আশা ভরসা আছে কি? থাকলে তো এ অবস্থা হতো না। গভীরভাবে বিবেচনা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, কুরআনে আল্লাহ শরীয়তের বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। নবীর আগমন রুদ্ধ করেন নাই। এ শরীয়তের মাধ্যমে তা খোলা রেখেছেন। বস্তুতঃ 'উম্মতী নবীর' আগমন এ শরীয়তের পূর্ণতার অন্যতম অকাট্য প্রমাণ।

বর্তমান বিশ্বের সব সমস্যার (বিশেষ করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) সমাধানে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই দিতে পারে। কেননা, কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস রাখে যে, শুধু পূর্ণ ধর্ম ইসলামই উম্মতী নবীর আগমনের দ্বার খোলা রেখে ও অনুরূপ নবীর ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রাকে নিশ্চিত করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তেমন একজন নবী।

সবার কাছে বিনীত অনুরোধ এই জামাতের সন্ধান নিন। কুরআন হাদীস যামানার হাল সর্বোপরি দোয়ার কষ্টি পাথরে সত্যাসত্য যাচাই করুন। মোল্লা ভাইদের কাছ থেকে শোনা কথায় নিজের অমূল্য বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবেন না। আল্লাহর দরবারে এ সবের হিসেব দিতেই হবে। আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হউন। (আমীন)

ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

[মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(দ্বিতীয় কিস্তি)

সংশোধনের মাধ্যম কি মৈত্রী না যুদ্ধ ?

পৃথিবীতে প্রচলিত দ্বিতীয় নীতি এবং ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার আন্দোলনকে সফলকাম করার ক্ষেত্রে যা জরুরী, তাহলো এই যে, সংশোধনের জন্যে সর্বদা দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। অর্থাৎ হয়তো মৈত্রীর মাধ্যমে ঐ আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হয় নয়তো যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে। অথবা ইহা হয়ে থাকে যে, ঐসব কথা-বার্তা বা ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ছড়িতে দেয়া হয়। জনগণ এর ওপরে তর্ক-বিতর্ক করে এবং পরিশেষে এগুলোকে নিজেদের মনে স্থান দেয় ও নিজেদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যেভাবে আগের দিনের লোকেরা ইহা বলে থাকতো যে, পৃথিবী চেপ্টা। বরং এখনও এরূপ লোক পাওয়া যায়, যারা পৃথিবীকে গোলাকৃতি মনে করে না : বরং চেপ্টা মনে করে থাকে। যেমন, আমি একবার লাহোর গেলাম। ইসলামীয়া কলেজ হলে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার বক্তৃতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেলো, বল্লো, প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দেয়া হবে কি হবে না ? সভাপতি সাহেব জানতে চাইলেন যে, আপনি কী বলতে চান ? তিনি বলতে লাগলেন, আমি বলতে চাই যে, পৃথিবী গোলাকার নয় চেপ্টা আর আমার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক করা যেতে পারে। তিনি (প্রেসিডেন্ট) বল্লেন, এ বক্তৃতায় পৃথিবী গোলাকার বা চেপ্টা হওয়ার উল্লেখ নেই। তিনি (লোকটি) বলতে থাকলেন, থাক বা না থাক, এমন গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ কীভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে ?

মোট কথা এখনও এরূপ লোক পাওয়া যায়, কিন্তু খুবই কম। কিন্তু প্রাথমিক কালে মুসলমান ব্যতিরেকে প্রায় সব লোকই এ রকম বলতো যে, পৃথিবী চেপ্টা। মুসলমানদের মধ্যে নিঃসন্দেহে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ধারণা প্রচলিত ছিলো। আর ইউরোপের লোকেরা এর বিরোধিতা করতো। যেমন, যে সময়ে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রশ্ন উঠলো তখন ইউরোপের লোকেরা উহাকে খুবই দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলো এবং বিরোধিতা শুরু করলো। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিলো। এবং তাদের

কাছ থেকেই এ রকম কথা-বার্তা শুনে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো। কেননা, কলম্বাস কোন এক মুসলমানের শিষ্য ছিলেন। আর ঐ মুসলমান হযরত মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরাবীর মুরীদ ছিলেন। মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী তাঁর কতক স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের ভিত্তিতে তাঁর পুস্তকাদিতে ইহা লিখেছিলেন যে, স্পেনের সমুদ্রের অপর পাড়ে একটি বিরাট দেশ রয়েছে। আর যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ধারণা বদ্ধমূল ছিলো তাই মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরাবীর মুরীদ এ ধারণা পোষণ করতেছিলেন যে, সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানের দিকে তাঁর কাশ্‌ফ ইঙ্গিত করছে। এসব বর্ণনা শুনে কলম্বাসের হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার হলো যে, তিনি ঐ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু যেহেতু এ সফরের জন্যে টাকা-পয়সার প্রয়োজন ছিলো আর তার নিকট তখন টাকা-পয়সা ছিলো না তাই তিনি রাজার নিকট পৌঁছলেন এবং এ প্রস্তাব পেশ করলেন। রাণীর নিকটও কতক বড় বড় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সুপারিশ করে পাঠালেন যেন রাণী রাজার ওপরে প্রভাব খাটান। রাণীর এ প্রস্তাবটি খুবই পসন্দ হলো। তিনি মনে করলেন যে, যদি অভিযানে সফলতা লাভ হয় তাহলে আমাদের দেশের অনেক কল্যাণ হবে। তাই তিনি রাজার নিকট সুপারিশও করলেন। কিন্তু যখন রাজা সভাষদদের সাথে পরামর্শ করলেন তখন পোপের প্রতিনিধি এ ধারণাকে বড়ই হাসি-ঠাট্টার সাথে উড়িয়ে দিলেন এবং তিনি বল্লেন যে, ইহা ধারণা করা যে, পৃথিবী গোলাকার, খুবই মূর্খতা, বরং ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। আর এরূপ মূর্খ ও বোকাকে টাকা-পয়সা দেয়া জ্ঞানের সাথে শত্রুতার শামেল। তিনি এক তেজস্বী বক্তৃতা দানের মাধ্যমে কলম্বাসের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করলেন এবং বল্লেন, কলম্বাস নিজে পাগল বা আমাদেরকে পাগল বানাতে চায়। যদি পৃথিবী গোল হয় আর হিন্দুস্থান আমাদের দেশের উল্টো দিকে হয় তাহলে তার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের লোক তো বায়ুতে ঝুলে আছে। সুতরাং পৃথিবী গোলাকার, কলম্বাসের ইহা বলা দ্বারা সে আমাদের মানতে বাধ্য করতে চায় যে, দুনিয়ার একটি অংশ এমনও আছে যে, যেখানে বসবাসকারী লোকদের পাগুলোও ওপরের দিকে এবং মাথাগুলো নীচে। এ অংশে যে গাছ পালা জন্মে তাদের মূল-গুলো ওপরের দিকে এবং গাছগুলো শূন্যে ঝুলে আছে। আর সেখানে বৃষ্টি ওপরে থেকে নীচে পড়ার পরিবর্তে নীচ থেকে ওপরের দিকে পতিত হয়। সূর্য পৃথিবীর ওপরে নয় বরং ঐ এলাকায় পৃথিবীর নীচে সূর্য পরিদৃষ্ট হয়।

মোট কথা ঐ পাদ্রী তার নিজস্ব মূর্খতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে এমন রঙ্গে ও আমেযে বর্ণনা করলো যে, জনগণের ধারণা এমন দৃঢ় হয়ে গেল যে, কলম্বাস একজন ধোঁকাবাজ। আর দরবারের লোকেরা রাজাকে এ পরামর্শ দিলো যে, ঐ লোকটাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত নয়। তাই কলম্বাসের সফর এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেলো। পরিশেষে রাণী

তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করান এবং কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, যদ্বারা স্পেনবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

মোট কথা ঐ একটি যুগ ছিলো যে, বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করতেন না যে, পৃথিবী গোলাকার। এর ওপরে তারা হাসি-ঠাট্টা করতেন। কিন্তু আজ যদি এ কথা শিশুকেও জিজ্ঞেস করো তাহলে সে বলবে যে, পৃথিবী গোলাকার আর এর প্রমাণ এই যে, যখন জাহাজ প্রথমে দেখা যায় তখন সবার আগে এর উপরের অংশ দেখা যায়। এর পরে আস্তে আস্তে নীচের অংশগুলো। এ রকম আরও কয়েকটি প্রমাণ দিতে পারে। মোট কথা এখন পৃথিবী এ বিশ্বাস ধারণ করে নিয়েছে এবং এ কথা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে গেছে।

তাই কতক বিষয় এমন আছে যা দুনিয়ার নিকট আস্তে আস্তে গৃহিত হতে থাকে। কখন কখনও তো এমন হয় যে, আগের কতক জিনিষকে রহিত করে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও এমনভাবে হয় যে, আগেরটিও মজুদ থাকে এবং নতুনটি নিজস্ব স্থান সৃষ্টি করে নেয়। যেভাবে মোটর, লরী প্রভৃতির আগমনে ঘোড়াও আছে কিন্তু মোটর ও লরীও তাদের স্থান করে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম যখন রেলগাড়ীর প্রচলন হলো তখন ইংল্যাণ্ডের লোকেরা রেলের সামনে যেত এবং বলতো যে, আমরা মরে যাবো তবুও ইহাকে চলতে দেবো না। কিন্তু পরিশেষে রেল দুনিয়াতে প্রচলিত হয়ে গেলো। যখন মক্কায় টেলিফোন স্থাপন করা হলো তখন আরবী লোকেরা বলতে লাগলো ইহা শয়তান। মক্কায় এ শয়তানকে আমদানী করা হয়েছে। আর ইবনে সউদের এত বিরোধিতা হলো যে, তার সৈন্য বাহিনীও বিদ্রোহ করার উপক্রম হলো। পরিশেষে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইহা কীভাবে শয়তান হয়ে গেলো? তখন তারা বল্লো, শয়তান নয় তো কী? জেদ্দা থেকে এক ব্যক্তি কথা বলে আর উহা মক্কায় পৌঁছে যায়। ইহা কেবল শয়তানের প্রতারণার কলা-কৌশল। তিনি খুবই বিচলিত হলেন যে, এখন কী করি? শেষে এক ব্যক্তি বল্লো, আমি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং টেলিফোনের একদিকে আরবের এক নেতাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো যে বলতো যে, শয়তান কথা বলে। আর অন্য দিকে সে নিজে দাঁড়িয়ে গেলো। এবং সে জিজ্ঞেস করলো যে, বল তো হাদীসে এসেছে কি না যে, 'লা হাওলা' পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। সে বল্লো, হ্যাঁ, এসেছে। আবার সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা যদি কেউ হাদীস অস্বীকার করে, সে কী? সে বল্লো, কাফের। সে বল্লো, আচ্ছা শোন! আমি 'লা হাওলা' পড়ছি। এই বলে তিনি 'লা হাওলা' পড়লেন। এবং ঐ আপত্তিকারী মৌলবীকে

বল্লেন, এখন বলো যে, শয়তান এ 'লা হাওলা' অন্য দিকে পৌঁছাচ্ছে কি? শয়তানের কি শক্তি যে, সে 'লা হাওলা' পৌঁছায়। ঐ আপত্তিকারীর তখন বোধগম্য হলো। সে লোকদেরও বুঝিয়ে দিলো যে, শয়তান নয়, বরং অন্য কিছু।

মোট কথা দুনিয়াতে কতক আন্দোলন শুরু হলে লোকেরা এর বিরোধিতা করে। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর পূর্বের ব্যবস্থাপনায় স্বীয় স্থানও দখল করে নেয়। কিন্তু এমন কতকগুলো আন্দোলনেরও উদ্ভব হয় যা পূর্বতন ব্যবস্থাপনাকে পুরাপুরি বদলিয়ে দেয়। আর উহা মৈত্রী স্থাপন করে পূর্বতন ব্যবস্থাপনার অংশে রূপান্তরিত হয় না বরং একটি নতুন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে। এবং পূর্বতন ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপনাসমূহকে ভেঙ্গে দেয়। উহার জন্য সংগ্রাম করা হয়। উহার জন্যে যুদ্ধ করা হয় (হোকনা তা দৈহিক রঙ্গে বা আধ্যাত্মিক রঙ্গে)। আর এ রকম মনে হয় যে, এজন্যে দুনিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে এসব যুদ্ধ-বিবাদের পরে উহা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে দুনিয়াতে আবার শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। মক্কা মোকাররমায় টেলিফোন স্থাপনের ঘটনার সদৃশ আমাকে নওয়াব আকবর ইয়ার জং বাহাদুর সাহেবও বলেছেন যে, হায়দারাবাদের মসজিদে লাউডস্পিকার লাগানো হলো। তখন লোকেরা কুফরী ফতওয়া দিয়ে দিলো। আমাদের এখানে কাল মেয়েদের জলসাগাহেও লাউডস্পিকারের ওপরেও ফতওয়া লেগে গিয়েছিলো। কতক মহিলা মঞ্চের নিকটে আসতে চাচ্ছিলো। এর ওপরে জলসার ব্যবস্থাপকগণ তাদের বল্লেন যে, এখন নিকটে আসার কী প্রয়োজন? এই যে যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক স্থানেই কথা পৌঁছে যাবে। এর ওপরে তারা বলতে লাগলো— সানু তুহাড্ডে ফেরেবদা পাত্তা নেহী, আসিয্ এইডিয়াঁ ঈ-বেউকুফ হাঁ, ভালা ইয়ে ধূত্ বোলেগা? অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের চালাকি বুঝি না। আমরা কি এতটাই বোকা যে, ইহা মনে করবো যে, এ টিনের টুকরা কথা বলবে? ইহা কথা বলতে পারে না। ইহা কেবল নিজেদের পরিচিত মহিলাদের সামনে বসানোর জন্যে একটি বাহানা বানানো হয়েছে মাত্র।

বন্ধুগণের উচিত তারা যেন ঘরে গিয়ে নিজেদের স্ত্রীগণকে বুঝিয়ে দেন যে, এ টিনের টুকরা বেশ কথা বলতে পারে। কাল মহিলারা বেশ কুস্তি লড়েছেন। কতক তো মহিলা পাহারাদারগণকে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন এবং বলেছেন যে, আমরা এ চালাকীর শিকার হতে পারি না। তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে, ইহা আমাদের চালাকী নয় বরং ইউরোপবাসীদের কল্যাণপ্রদ চালাকী যদ্বারা আসলে কথা দূর থেকে পৌঁছে যায়।

মোটকথা সংশোধনের দু'টো পদ্ধতি আছে। মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। অর্থাৎ নতুন আন্দোলনকে হয় পুরানো আন্দোলনের মধ্যে আত্মস্থ করে বা মিলিয়ে একটি নতুন জিনিস তৈরী করা হয় এবং দু'টো আন্দোলন একটিতে রূপান্তরিত হয়ে থেকে যায় অথবা অন্যভাবে নতুন ও পুরানো আন্দোলনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের পর নতুন আন্দোলন পুরানোকে উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে দেয় এবং তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। প্রথম প্রকারের সংশোধনকে বলে বিবর্তন অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। লোকেরা ইহা উপলব্ধিও করতে পারে না। কিন্তু অন্য প্রকারের আন্দোলনে সংগ্রাম করতে হয়। উহাকে আরবী ভাষায় ইনকিলাব অর্থাৎ বিপ্লব বলে। যেভাবে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু সাহেবের সভাতে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। ইনকিলাব যিন্দাবাদ—(বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক)। ইহাও সেই বিপ্লব আর এর অর্থ হলো প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে কংগ্রেসের এতই মতভেদ যে, তারা উহাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে-চুড়ে একটি নতুন সরকার গঠন করবে এবং তারা মধ্যম কোন পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত নয়। যদিও কংগ্রেস বাস্তব ক্ষেত্রে সব কিছু মেনে নিয়েছে এবং কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রীসভাও গঠন করে নিয়েছে। এখন কেবল অভ্যেস-বশতঃ 'ইনকিলাব যিন্দাবাদ' এর ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে তোতা পাখীর 'মিয়াঁমিঠু' বলার অভ্যেস হয়ে থাকে। নচেৎ কংগ্রেসের জন্যে ইনকিলাবের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

(চলবে)

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্‌গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে।"

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ): তবলীগে রিসালত: ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৮)

পত্র-পত্রিকা থেকে

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সিরাতুন্নবী (সাঃ)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে চরবাজারস্থ বায়তুল বাসেত মসজিত প্রাংগনে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা আজ (১৮ই জুলাই) বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী। বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা আবদুল আউওয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য স্থানীয় আমীর জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

(১৮-৭-৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজাদীর সৌজন্যে

পটুয়াখালী আহমদীয়া মসজিদে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত পটুয়াখালীর উদ্যোগে গত মঙ্গলবার বাদ আসর আহ্‌মদীয়া মসজিদে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী শাখার সভাপতি আবদুল কাদের তালুকদার। জলসায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর আদর্শময় জীবনের উপর আলোচনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের মোয়াল্লেম এস এম তৌহিদুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জোনাব আলী।

বক্তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে একমাত্র পূর্ণতম, সর্বশেষ, আদর্শতম এবং পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের প্রতিশ্রুত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে আখ্যায়িত করে কেয়ামত অবধিকাল পর্যন্ত তার শিক্ষাকেই একমাত্র অবলম্বন করার জন্য আহবান জানান। খবর বিজ্ঞপ্তির!

(২৬-৬-৯৭ ইং তারিখের দৈনিক রূপান্তর-এর সৌজন্যে)

আলজেরিয়ায় মৌলবাদিরা হত্যা করেছে ৪৪ জনকে

আলজেরিয়ায় মৌলবাদি মুসলিম জঙ্গিরা গত সপ্তান্তে ৪৪ জনকে হত্যা করেছে। গত কাল সেখানকার দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। খবর এএফপি।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, রাজধানী আলজিয়ার্স-এর দক্ষিণে মেদিয়া এলাকায় গত শনিবার এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আল ওয়াতনের রিপোর্টে বলা হয়, বিচ্ছিন্ন গ্রাম হ্যামলেট অফ ফেতায় ৫টি পরিবারের সদস্যরা এ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ওই পাঁচটি পরিবারের ১৯জন মহিলা ও ১৯ জন পুরুষকে গলা কেটে হত্যা করা হয়—হত্যা কাণ্ডের সময় শিশুদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।

(১৫ই জুলাই '৯৭ দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

কোরআনের পবিত্রতা !

চট্টগ্রাম থেকে জামালউদ্দিন : গতকাল সকালে হরতালের সমর্থনে লম্বা জুব্বা পরিহিত ১০/১২ জন মৌলবাদী হালিশহরের বড় পোল এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রাজপথে হঠাৎ বসে পড়ে। তখন সময় ভোর ৫টা। এলাকায় উৎসুক শ'শ' জনতা মূহূর্তের মধ্যে জড়ো হয়ে পড়ে। অপরদিকে হুজুরেরা প্রত্যেকে এক একটি কোরআন মাটিতে রেখে একযোগে পড়তে শুরু করে। হুজুর কর্তক কোরআনের এই অপবিত্রতা দেখে উপস্থিত জনতা ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়ে। জনতার উক্তি মৌলবাদিরা এবার পবিত্র কোরআনকেও রাস্তায় টেনে নামালো ?

হুজুরেরা জানে

চট্টগ্রাম থেকে রুহুল আমিন : মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির হরতাল উপলক্ষে গতকাল বিভিন্ন মাদ্রাসার ৭/৮ বছর বয়সের কাঠমোল্লারা চট্টগ্রাম মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পিকেটিং করেছিলো। দুপুরের দিকে চট্টগ্রামের দু'জন সাংবাদিক পিকেটিংরত কাঠমোল্লাদের হরতালের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, "আমরা জানি না আমাদের হুজুরেরা জানে।"

(১৬/৭/৯৭ তারিখের আজকের কাগজের সৌজন্যে)

চট্টগ্রামে ২৭ মুসলিমকে কাফের ঘোষণা ।। স্ত্রীরাও তালাক ।। মসজিদে ঢোকা জানাজা ও কাফন নিষিদ্ধ ।। উত্তেজনা

ফতোয়াবাজি

মোয়াজ্জেমুল হক/কামালউদ্দিন পারভেজ

গ্রাম্য জনপদের দুর্গম কোন লোকলয় নয়। শিক্ষার আলো বঞ্চিত নয় কোন অজপাড়াগাঁ। চট্টগ্রাম শহর এলাকায় আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াপ্রাপ্ত সিটি করপোরেশনের একটি ওয়ার্ডে ফতোয়াবাজ চক্র তাদের ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে এক বর্বর ছোবল হেনেছে। ধান্ধাবাজ, ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার নিরন্তর প্রয়াসে লিপ্ত পবিত্র ইসলামের চিহ্নিত এ দুশমনরা এলাকার ২৭ মুসলমানকে 'কাফের' ঘোষণা করে নজিরবিহীন ফতোয়া দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘোষিত হয়েছে ঐ ২৭ জনের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। আদিম মনোবাসনার ফতোয়াবাজের ঐ ঘোষণা মাইকযোগে, লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে প্রচার করা হয়েছে ঐ ২৭ জনের সাথে চলাফেরাকারীগণও হবেন কাফের সমতুল্য। এলাকার কোন মসজিদে এদের নামাজ আদায় নিষিদ্ধ হয়েছে। এমনকি তাদের সাথে কারও আত্মীয়তা করা যাবে না। মৃত্যু হলে জানাজা বা মুসলিম কবরস্থানে দাফনও থাকবে নিষিদ্ধ। নগর সভ্যতায় দ্রুত অগ্রসরমান পরিবেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মধ্যযুগীয় এ ঘটনাটি ঘটেছে নগরীর জালালাবাদ ওয়ার্ডের কুলগাঁও এলাকায়। ফতোয়াবাজির এই নিকৃষ্টতম ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ জুন। দীর্ঘ মাসাধিককাল ধরে এ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এলাকাবাসীর মাঝে চলছে টান টান উত্তেজনা।

যে কোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে গেলেও আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

বিলম্বিত খবরের পর সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জানা যায়, মওলানা নুরুল ইসলাম হাসেমীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত আহছানুল উলুম মাদ্রাসা সংলগ্ন দিঘির পশ্চিম পাড়ে আহসানুজ্জমান সড়ক নির্মাণে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন টেণ্ডার আহ্বান করে '৯৬ সালের ১২ মে। এরই প্রেক্ষিতে সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২১ নভেম্বর। সড়কের জায়গার মলিকানা দাবিদার মওলানা হাসেমী পরিবার এ কাজে বাধা দেয়। অথচ এ জায়গা দিয়ে জনসাধারণের চলাচল হচ্ছে ব্রিটিশ আমল থেকে। কুলগাঁওতে ধর্মের নামে প্রাধান্য বিস্তারকারী হাশেমী পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসান ঘটায়। শুরু হয় নির্মাণ কাজ। প্রায় ৭ মাস পর গত মাসে হাসেমী পরিবার আবার বেঁকে বসে। দাবি আসে সড়ক নির্মাণের বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকা থেকে তাদের নিজস্ব দিঘি উন্নয়নের জন্য খরচ করতে হবে। কিন্তু বেআইনী এ আব্দার সিটি করপোরেশন বা ঠিকাদার মেনে নিতে পারে নি। ফলে আবারও বাধা দেয় হাশেমী পরিবার। গত ১ জুন মওলানা হাসেমীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল বয়ান হাসেমী (যিনি আহছানুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ) প্রায় দু'শ দাঙ্গাবাজ নিয়ে সড়কে বিছানো ইট তুলে ফেলতে থাকে। মাদ্রাসার কিছু ছাত্র ও বহিরাগত অস্ত্রধারী কিছু যুবক এতে নেতৃত্ব দেয়। কাজের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী এলাকাবাসী এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসলে মৃদু সংঘর্ষ হয়। জনতার তাড়া খেয়ে দাঙ্গাবাজরা পিছু হটে যায়। পরদিন ২ জুন সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হাসেমী পরিবার আয়োজন করে এক সভা। এতে বহিরাগত ধর্মান্ধদেরও জড়ো করা হয়। এতে আবুল বয়ান হাশেমী এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে আলেম সমাজকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করা হয়েছে বলে বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে। চিহ্নিত করা হয় ২৬ জনের নাম। বলা হয়, এরা ইসলাম বিরোধী। ফতোয়া জারি হয়। এরা আজ থেকে কাফের হয়ে গেছে। তাদের স্ত্রীগণ তালাকপ্রাপ্ত বলে ঘোষিত হলো। মাইকযোগে ফতোয়াদানকালে তাদের সমর্থিত লোকজনদের আহবান জানানো হয়, উত্তরপাড়ার লোকজনের (প্রতিবাদী মহল) সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে। কাফের ঘোষিত ব্যক্তিরা হলেন—জাফর উল্লাহ, ইকবাল, ইসা, হাকিম আলী, নজির আহমদ, মান্নান, আফজল, খায়ের আহমদ, জসিম, আজম, রফিক, সেলিম, ইয়াকুব, বাদশা মিস্ত্রী, শামসু মিয়া, মুনির, জানে আলম, শফিউল আলম, শামসুল আলম, সালামত, জাফর উল্লাহ, কামাল উদ্দিন, ফছক আলী, বাচ্চু, ছাবের। এদের ব্যাপারে দফায় দফায় আরও সিদ্ধান্ত প্রদানে গঠন করা হয় ৫২ সদস্যের এক কমিটি। ঐ কমিটিতে রাখার জন্য সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার শাহ আলমকে রাজি করাতে না পারায় ৩ জুন মাইকযোগে তার নামও কাফের তালিকায় আছে বলে প্রচার করা হয়। ফলে কাফেরের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭-এ।

ফতোয়াবাজরা কাফের ঘোষণা দিয়েই বসে থাকেনি। ৪ জুন থেকে প্রচার শুরু হয় লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিল। যাতে এ ২৭ জনের নাম কেন কাফের দেয়া হলো তার বিবরণ রয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় চলে মাইকিং। এরপরে ৮ জুন আবুল বয়ান হাসেমী উক্ত ২৭ জনসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে অভিযোগ দাখিল করেছে। অপরদিকে ফতোয়াবাজদের জঙ্গী মনোভাব দেখে 'কাফের' আখ্যায়িতদের পক্ষে জাফর উল্লাহ ১২ জুন একই আদালতে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে জাফর উল্লাহ জানান, আদালতে অভিযোগের পর পাঁচলাইশ থানা পুলিশ মাদ্রাসা পরিদর্শন করে ফিরে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সড়কটির প্রবেশমুখে হাসেমী পরিবার প্রতিবন্ধক দিয়ে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় লোকজন উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তাঁরা অভিযোগ করেন, মেয়রকে এ ঘটনা জানানো হয়েছে কিন্তু কোন এ্যাকশন হয়নি।

এদিকে জারিকৃত ফতোয়ার লিফলেটে যে ৪ মওলানার নাম রয়েছে তন্মধ্যে গহিরা এফকে জামেউল উলুম মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দেস মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল কাদেরি ঐ ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এ ধরনের ঘটনায় কাউকে বলার কোন ফতোয়া হাদিসে নেই। লিফলেটে তিনি তাঁর নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অপরদিকে হাসেমী পরিবার প্রতিবাদীদের শায়েস্তা করতে যে ৫২ সদস্যের কমিটি গঠন করে অন্ত-কোন্দলে তা ভেঙ্গে গেছে। বিবেকের তাড়নায় ঐ ৫২ জনের মধ্যে একটি অংশ হাসেমী পরিবারের অপকর্মের প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এ ব্যাপারে সিএমপির উপপুলিশ কমিশনার ইখতেখার উদ্দিন জানান, ঘটনাটি যেহেতু আদালতে গেছে আদালতেই তার ফয়সালা হবে। আইন-শৃংখলার কোন অবনতি যাতে না ঘটে তজ্জন্য পুলিশকে তৎপর রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। অপরদিকে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র সমাজের নামে হাসেমী পরিবারের অপকীর্তির তথ্য তুলে ধরে পাল্টা লিফলেট প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া জালালাবাদ ওয়ার্ড ইসলামী ঐক্যজোটের নামে প্রচারিত অপর এক লিফলেটে এ ঘটনার জন্য হাসেমী পরিবারের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে মেয়র ও জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। নচেৎ এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য বলে মন্তব্য করা হয়েছে লিফলেটে।

(১০ জুলাই ১৯৯৭ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

কাফের ঘোষিত ২২ জনকে নওমুসলিম করা হলো ।। পুনঃ আকদ হবে স্ত্রীদের সাথে ফতোয়াবাজি

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে ফতোয়াবাজরা দ্বিতীয় দফায় আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। যে ২৭জন মুসলমানকে 'কাফের' ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তার ২২জনকে নওমুসলিম করা

হয়েছে। স্ত্রী তালাকের ফতোয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে ধর্মীয় প্রথায় অবসান ঘটানো হবে বলে অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে ফতোয়াবাজদের এ নাটক মঞ্চস্থ হয় আহসানুল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে।

দৈনিক জনকণ্ঠে ফতোয়াবাজদের চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা বৃহস্পতিবার প্রকাশের আগে মঙ্গলবার ও বুধবার জালালাবাদ ওয়ার্ডের কুলগাঁওতে এ প্রতিবেদকসহ ২ জন সাংবাদিকের সরেজমিন তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। বুধবার উক্ত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে চলছিল একটি মাহফিল। উদ্ভূত ঘটনার সমঝোতার নামে মাহফিলে কাফের ঘোষিতদের ২২জনকে ডেকে নেয়া হয়। গভীর রাত ২ টায় ষোলশহর জামেয়া আহমদীয়া ছুন্নিয়া মাদ্রাসার একজন বহুল পরিচিত আলেম দিয়ে প্রথমে তাদেরকে তওবা করানো হয়। বলা হয়, যে কোন মুসলমানকে যে কোন সময় তওবা করানো যায়। তওবা শেষে কলেমাসহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরা পড়ানোর মাধ্যমে তাদের নওমুসলিম হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। বাকি থাকে স্ত্রী তালাক হওয়ার স্পর্শকাতর বিষয়টি। নওমুসলিমদের পক্ষে ব্যাপারটি কি হবে জানতে চাইলে ফতোয়া আসে পরবর্তীতে মসজিদের ইমাম ডেকে একে একে সবাইকে স্ব স্ব স্ত্রীর সাথে পুনঃ আকদ করিয়ে দেয়া হবে। প্রথমে কাফের আখ্যা ও পরে নতুনভাবে মুসলিম হওয়া জাফর উল্লাহ ও ঈসা এ প্রতিবেদককে জানান, আমাদের উপায় নেই। ফতোয়া-বাজরা প্রভাবশালী। প্রশাসন দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই করেননি। ফলে সমঝোতার আহ্বানে আমরা বুধবার রাতে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হাজির হই। সেখানে মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী'র অনুরোধে প্রথমে তওবা ও পরে নানাভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান মান হয়েছি। এছাড়া আমাদের করার কিছুই ছিল না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে, মধ্যযুগীয় কায়দায় ব্যক্তিস্বার্থে সংঘটিত এ বিষয়টি চট্টগ্রামে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবহিত ছিল না। বৃস্পতিবার জনকণ্ঠে চট্টগ্রামে ২৭ মুসলিমকে কাফের ঘোষণা, স্ত্রীরাও তালাক, মসজিদে ঢোকা জানাযা ও কাফন নিষিদ্ধ, উত্তে-জনা শীর্ষক সরেজমিন প্রতিবেদনটি প্রকাশ হলে সংশ্লিষ্ট সকলের টনক নড়ে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুলিশ ও বিশেষ বিশেষ সংস্থানসমূহের লোকজন জালালাবাদ ওয়ার্ডে পৌছে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। ঢাকা থেকে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও ঘটনা জানতে না পারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। প্রশাসন ব্যাপারটি কঠোরভাবে তদারকি করার নির্দেশ দেন।

এ ঘটনা প্রকাশ হলে চট্টগ্রামের সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফতোয়াবাজদের ইস-লামের নামে এ জাতীয় কৃতকর্ম ব্যাপকভাবে নিন্দা কুড়ায়। উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, ধর্মীয় আবরণে এ ধরনের ঘটনা স্পর্শকাতর বিধায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণও অনেকটা দুঃসাধ্য। (১১ জুলাই '৯৭ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

কোথা সেই ইসলাম

—মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

দিগন্ত জুড়িয়া সেদিন যাহার ছিল গৌরব নাম
কোথাও কিছুতে ছিল না যাহার তিলতুল্য বদনাম
বিশ্বকে জয়ের কথা ছিল যার সদা যাহা শুনিতাম
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম ।।
দিয়েছিল যে মাতাল জুয়াড়ী কন্যা হন্তার হৃদে
ধর্ম প্রেম আর খোদা প্রাপ্তির অফুরন্ত ক্ষিদে
দীন-ধন-জ্ঞানে, সাদা কালো জনে বেঁধে ছিল বন্ধন
পর দুঃখ শোকে শিক্ষা ছিল যার ক্রমাগত ক্রন্দন
এনেছিল যে আরব আলয়ে স্বর্গের ধুমধাম
কোথা আজ সেই ইসলাম কোথা সেই ইসলাম ।।
সম্রম সম্রাট নিজে কাঁধে বহে খাদ্যের বোঝাখানি
রজনী আঁধারে খুঁজিয়া খাওয়াতো উপবাসী ভিখারিণী
সাথীকে বাঁচাতে পিপাসিত বীর পানিটুকু নাহি পিয়ে
বেনজীর এক উপমা রাখিলেন নিজ প্রাণ বিলিয়ে
পর কল্যাণে এহেন কর্মে ছিল যার শত নাম
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম ।।
রণ ময়দানে তৌহীদ শানে রুখিত যে লাখ সেনা
আল্লাহকে ছাড়া পাইত না ভয় মানিত না যাঁরা মানা
এয়াতীম দীনহীন গোলামেরে দিল অধিকার সম্মান
দুষ্ট বুড়িকে সেবার ঘটনা আজও চির অম্লান,
খোদা রাহে যাঁরা ধন-মান-প্রাণ সঁপে দিত অবিরাম
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম ।।
লাগাম টানিয়া সম্রাট চলে নফর চড়িয়া উষ্ট্রে
মানব প্রেমের এরূপ কখনও ঘটেনি জাহান পৃষ্ঠে
অধম নরাধম পাষাণ দানব যাহার পরশে এসে
দীনের লাগিয়া শহীদ গাজী হইত সে অবশেষে।

যুগে যুগে যার খলীফা আসার কথা ছিল ধরাধাম
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম।
হে ইসলাম! কোথা আজি তব খালিদ, যায়িদ, তারেক?
যাঁদের অসিতে পরাভূত হতো বেদীন হাজার শতেক
পরাজয়ে যাঁদের নজীর ছিল না হইত শহীদ গাজী
কলেমা বাহক সেই মহাবীর কোথা গেল তারা আজি?
কম্পিত ছিল বিশ্ব যেদিন শুনিয়া যেই সে নাম
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম॥
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে—তোমারই ছিল সে বাণী
তবে কেন হায়! তোমারই লোকেরা করিতেছে খুনাখুনি?
আপনারে যে জন বলিবারে চাহে, "আমি তো মুসলমান",
তাহারই শির কাটিবারে তরে কেউবা দেয় ফরমান
এমনিতর কর্মকাণ্ডের রটিয়াছে দুর্নাম॥
কোথা আজ সেই ইসলাম, কোথা সেই ইসলাম।
তাইতো মহা দয়ার সাগর আল্লাহ রহমান
চিরাচরিত বিধান মতে করিলেন দয়াদান
পাঠালেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে ইমাম মাহদী ভবে
তাঁহারই আহ্বানে বিশ্ববাসীকে আবার মিলিতে হবে।
তবেই আমরা কুড়াইয়া পাইব ফেলে আসা খ্যাতি নাম
সবাই বলিবে ইহাই শান্তি, ইহাই তো ইসলাম॥

মকামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

প্রশ্ন-উত্তর

[৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ বেলজিয়ামের 'বায়তুস সালাম' এ অনুষ্ঠিত প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে বসনিয়ান, আলবেনীয়ান, আফ্রিকান ও বেলজিয়ানদেন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রশ্ন এবং উত্তরসমূহের বাংলা অনুবাদ নিম্নে পেশ করছি]

ভাষান্তর : এন, এ, শামীম আহমদ, বেলজিয়াম

প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট কি জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল ?

আমীরুল মোমেনীন : হ্যাঁ! জিবরাঈল সকল নবীদের কাছেই প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্‌তা'লার বাণী পৌঁছানোর জন্য। বিশেষভাবে ঐসব বার্তা যা শরীয়তের আইনবাহী। ঐ সমস্ত বিশেষ ধরনের ওহী জিবরাঈল কর্তৃক বার্তা-বাহকদের নিকট আনীত হয়েছিল। অতএব তা ঈসা (আঃ)-এর নিকটও আনীত হয়েছিল। যদিও ঈসা (আঃ) কোন নতুন শরীয়ত দেননি, তথাপি কার্যাবলী সংক্রান্ত শরীয়ত বা আইন সম্পর্কীত যা কিছু অর্থাৎ তোমাদের এটা করা উচিত এবং এটা করা উচিত নয়, এ ধরনের বার্তা জিবরাইল কর্তৃক ঈসা (আঃ)-এর কাছে আনীত হয়েছিল।

কিন্তু কোন ব্যক্তি বা মানুষ তার চক্ষু দ্বারা ফিরিশ্‌তাকে দেখতে পারে না। কারণ ফিরিশ্‌তা বাতাসের মত। তুমি বাতাসকে দেখতে পার না, তুমি কীভাবে ফিরিশ্‌তা দেখবে ? সুতরাং ফিরিশ্‌তা কোন সময় একজন মানুষের আকৃতি ধারণ করে, কখনও একটা পাখির আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু এটা তখন পাখি নয়। শুধু মাত্র বার্তা বহনের জন্য তাঁর এ আকৃতি। এইভাবে হযরত ঈসা (আঃ) জিবরাঈলকে বেহেশ্‌তের মধ্যে দাঁড় কাকের মত দেখেছিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, জিবরাঈল নিজে দাঁড়কাক হয়ে যান নি। এটা শুধুমাত্র একটা ছবি ছিল। সহসা আবির্ভূত একটা দৃশ্য যা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন একজন মানুষের আকারে। এইভাবে তিনি বিভিন্ন আকৃতি নিতে পারেন। কিন্তু নিজে অদৃশ্য থেকে যান। কোন ব্যক্তি তাঁকে এই চক্ষু দ্বারা দেখতে পারে না।

প্রশ্ন : ইমাম মাহদী (আঃ) এবং ঈসা (প্রতিশ্রুত) ঈসা (আঃ) কি এক ব্যক্তির দুই নাম ?

উত্তর : হ্যাঁ, দুই নাম এবং এক ব্যক্তি।

প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ) কি উড়ে আকাশে গিয়েছিলেন ?

উত্তর : তুমি দেখেছ যে, সাধারণভাবে খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েই বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) উড়ে আকাশে উঠে গেছেন। তারা বলেন, তিনি আকাশে আরোহণ

করেছেন। শারিরীকভাবে উত্তোলিত হয়েছেন এবং উপরে চলে গেছেন। (উপরে) কোথায় চলে গিয়েছেন? তা কেউ জানে না। কারণ, আকাশ এখন সমস্ত বিজ্ঞানীদের জানা এবং এমন কোন তারকা নেই যার কোন খানে ঈসা (আঃ)-কে খুঁজে পাওয়া গেছে, বা পাওয়া যাবে। এ হলো আসল গল্প। কোন মানুষ উড়তে পারে না। কোন নবীউল্লাহ্ পূর্বে বা পরে কখনও এমন করেন নি। অতএব এটা শুধুমাত্র একটি গল্প। তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন; তাই কি আমরা ভাববো তিনি অবশ্যই উপরে চলে গেছেন? পবিত্র কুরআন তা বলে না। অন্য কোন গ্রন্থও তা বলে না। আল্লাহ্র কোন নবী কখনও এভাবে যান নি। এটা শুধুই একটা অলীক কল্পনা। এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এবং তিনি যদি চলে গিয়ে থাকেন, তখন থেকে দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তিনি একা সেখানে কী করছেন? কেন তিনি ফেরৎ আসেন না? এটা শুধু একটা গল্প, এর মধ্যে কোন সারাংশ নেই। হুযূর আরও বলেন, তিনি যা করেছিলেন তা হল, ক্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষিত হয়েছিলেন এবং ক্ষত থেকেও সেরে উঠেছিলেন। তারপর ইতিপূর্বে ইসরাঈলীরা যেখানে হিজরত করেছিল, তিনিও সেখানে হিজরত করেছিলেন। তাদের কাছে আল্লাহ্র তৌহীদের বার্তা পৌঁছানোর জন্য এটাই তিনি করেছিলেন। যেহেতু এটাই ছিল আল্লাহ কর্তৃক তাঁর উপর অর্পিত কাজ।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে পায়ে পেরেক ঠোকানো হয়েছিল কি?

উত্তর: পেরেক ঠোকান হয়েছিল বটে; কিন্তু তিনি এতে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নি। কারণ যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নীচে নামানো হয়েছিল, তখনও তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। একটা ধনুক দ্বারা যখন তার একপাশে আঘাত করা হয়েছিল তৎক্ষণাৎ রক্ত এবং পানি প্রবল বেগে বেরিয়ে এসেছিল। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। অতএব তাঁর অনুসারীদের দ্বারা তাঁর শরীরে মলম ব্যবহার করা হয়েছিল। আল্লাহতা'লার ফযলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। এবং তিনি বাইরে হাঁটা হাঁটি শুরু করলে তাঁর অনুসারীদের দ্বারা তিনি রাতে দৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর দেহের এখানে সেখানের বিভিন্ন ক্ষত দেখিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনি ভূত নন, বরং স্বয়ং ঈসা (আঃ)। এই হল ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত সত্য ঘটনার সঠিক বিবরণ বাকি সব কল্পনাপ্রসূত, কল্প-কাহিনী।

প্রশ্ন: কালো এবং সাদার মধ্যে পার্থক্য কি? এবং আমরা যদি সেই একই পিতা-মাতা আদম এবং হাওয়া থেকে জন্মে থাকি তবে রংয়ের এই পার্থক্য কেন?

উত্তর: প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করে হুযূর বলেন, ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রশ্নকারীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই পার্থক্য শুধু রংয়ে নয়। অভ্যাসে, দৈহিক আকৃতিতে, ভাষাতে বিদ্যমান। পৃথিবীতে বহু ভাষায় কথা বলা হয় যা থেকে আমাদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা

সম্ভব নয় যে, এই আদম এবং হাওয়া যাঁদেরকে আমরা বাইবেল থেকে জানি, তাদের ভাষা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং এত বিভিন্নতা অর্জন করতে পারে। অতএব সাদা-কালো রংয়ের প্রশ্নও একইভাবে ভাষার সাথেও (প্রথমে এটা অনুবাদ কর তারপর বাকি কথা বলব)

প্রশ্ন এখনও শেষ হয়ে যায় নি, আমি প্রশ্নে সামান্যতম সাড়া দিয়েছি মাত্র। প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও আমি দেইনি। আমি যা বলেছি তা ছিল, এটা একা শুধু রংয়ের প্রশ্ন নয়, এটা ভাষারও প্রশ্ন। ভিন্ন শারিরীক গঠন এবং ভিন্ন মুখশ্রীরও প্রশ্ন। চাইনিজদের দৈহিক এবং মুখশ্রীর গঠন-বৈশিষ্ট্য তোমার আমার থেকে, বৃটিশ বেলজিয়ানদের থেকে অনেক ভিন্ন। এবং তারা তাদের দৈহিক গঠন, রং এবং তাদের ভাষায়ও অন্য মানুষদের থেকে ভিন্ন। অতএব প্রশ্ন শুধু রংয়ের নয়। প্রশ্ন হলো বিচিত্রতার। কত দ্রুত এ বিচিত্রতা ঘটতে পারে এবং কেন ?

উত্তর হলো, সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না যে, বাইবেলে উল্লেখিত আদম এবং হাওয়া সমস্ত মানুষের পিতামাতা ছিলেন। সত্য ইহাই। কারণ, তাঁরা ছিল মাত্র ছয় হাজার বছর আগের মানব-মানবী। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একশ' হাজার বছর আগের মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। অতএব, কুরআনের বর্ণিত পিতামাতা ঐ একই আদম এবং হাওয়া নন। তারা অবশ্যই কোন জায়গায় আল্লাহ কর্তৃক অনেক অনেক আগে সৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং মানব প্রজন্ম সেই বহু পুর্ব থেকে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। মাত্র ছয় হাজায় বছর থেকে নয়।

হুযূর আরও বলেন, রং, ভাষা, ভঙ্গি, দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নতা এতই ব্যাপক যে, এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অর্জনে মাত্র ছয়/সাত হাজার বছর খুবই স্বল্প সময়। সুতরাং সর্বপ্রথম তার মন থেকে এই ধারণা মুছে ফেলা দরকার যে, আমরা বাইবেলে উল্লেখিত আদম এবং হাওয়া থেকেই জন্ম নিয়েছি। দেহের রং নিজের শারীরিক উচ্চতা নিজস্ব মর্যাদার নিশান বা প্রতীক নয়। এ হল আবহাওয়ার ফল। যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানে যদি সূর্য তাপ বেশী এবং সাংঘাতিক ধরনের হয়, সেখানে মানুষের চামড়া গাঢ় রক্তের উপাদানে রঞ্জিত হয় এবং তখন মানুষ সময়ের ব্যবধানে কালো হতে শুরু করে। এটা এমনিতে ঘটে না। খোদা আমাদের দেহের ভিতরে এক ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি তৈরী করে দিয়েছেন, যাতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত না হয়। এবং দেহ-যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বাইরের আবহাওয়ার অসঙ্গতি দূরীভূত হয়। সুসঙ্গতি সৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া আমাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু দেহের ভিতরে যন্ত্রপতি দিয়ে খোদাতা'লা আমাদেরকে ঐ জিনিসের ব্যবস্থা দিয়েছেন যাতে বাইরের আবহাওয়ার দাবী আমরা ভিতর থেকে মিটাতে পারি।

আর মানুষের মন-মানসিকতা, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হতে শুরু করে ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে। অতএব রক্তের উপাদান সৃষ্টি যেটাকে আমরা কালো বলছি তা শুধুমাত্র একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। এ ছাড়া, অন্য কোন বিষয় নয়। বিশেষভাবে গরম-আদ্র গ্রীষ্ম-

মণ্ডলীয় এলাকার মানুষদের জীবন ধারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য তাদের রং কালো হতেই হবে। সুতরাং তাই করা হয়েছে। শীতল আবহাওয়ায় যখন সূর্যতাপও নরম তখন রক্তের উপাদানের এই পর্যায়ে আসার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কম থেকে কমতর রঞ্জক পদার্থ আল্লাহ্ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। এই হল রংয়ের বিভিন্নতার সব কাহিনী।

ইউরোপীয়ানদের গায়ের রংয়ের জটিলতা নিয়ে আমি আরও বর্ণনা করতে পারি যে, যেহেতু তাদের চামড়ায় যথেষ্ট রঞ্জক পদার্থ নেই সেহেতু তা তাদের চর্ম-ক্যান্সারে ভোগার জন্য অনেকখানি দায়ী। সেজন্য টেলিভিশনে তারা বার বার উপদেশ দিয়ে থাকে যাতে তারা নিজেদের চামড়ার রং বদলানোর চেষ্টায় অতিরিক্ত খোলামেলা না রাখে। তারা সূর্যতাপে পোড়া পসন্দ করে এবং তারা সূর্য-স্নান করে। এভাবে শরীরের চামড়ায় কিছু রং আনার চেষ্টা করে। চামড়ায় রং আনতে যেয়ে তারা রংয়ের পরিবর্তে চর্ম-ক্যান্সারও ডেকে আনে। যেহেতু তদের চামড়ায় যথেষ্ট রঞ্জক পদার্থ নেই, সেজন্য চরম অনিয়মজনিত উগ্রতা এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর উগ্রতা চামড়াকে নষ্ট করে। অন্যদিকে যদি যথেষ্ট কালো হয়, তাহলে বোঝা যাবে তার চামড়ার মধ্যে যথেষ্ট রঞ্জক উপাদান রয়েছে এবং তার তাপ বিকীরণ থেকে চামড়ার ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। সুতরাং রং কোন কোন আবহাওয়ার একটা সুবিধা। যদিও কালোরা যখন শীত প্রধান এবং নরম আবহাওয়ায় চলে যায়, তখন তারা আর পূর্বের মত সমান কালো থাকে না। তারা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এইভাবে কয়েক পুরুষ পর রং দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তন লাভ করে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, এটা অভ্যন্তরীণ স্বভাবের একটা কাজ যা পরিবর্তন সাধন করে। আর তা একটি উদ্দেশ্যে হয়, যুক্তিহীনভাবে নয়। (চলবে)

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

০ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সদস্য জনাব সৈয়দ জহির আহমদ (বোলন) সাহেবের কন্যা সৈয়দা তাসরিন আহমদ (ভীনু) ১৯৯৬ সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় জেনারেল গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। মেয়েটি মৌড়াইল (বি, বাড়ীয়া) নিবাসী প্রবীণতম আহমদী মীর আবদুল জলিল সাহেবের নাতনী এবং মরহুম হাকিমুদ্দিন সাহেবের দৌহিত্রী। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

০ দুর্গারামপুর জামাতের সদস্য মামুনুর রশিদ চৌধুরীর (জীবন) ছেলে মিজানুর রহমান চৌধুরী (রিগেন) ১৯৯৬ সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় জেনারেল গ্রেডে বৃত্তিলাভ করেছে। ছেলেটি চিত্রী (নবীনগর) নিবাসী মরহুম ফজলুর রহমান ওরফে লাল মিঞা চৌধুরীর পৌত্র এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শেখ আবদুল আলীর দৌহিত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

০ হেলেঞ্চকুড়ি জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মৃতঃ জনাব মোঃ বজলুর রহমানের নাতনী মিস বৃষ্টি খাতুন, পিতা ওয়াজেদ আলী মাতা আনজুমান আরা ১৯৯৬ সালের পাউশ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। (আলহামদু লিল্লাহ) বর্তমানে সে পাউশ পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর ভবিষ্যত জীবন উজ্জ্বলের জন্য খাসভাবে সকল আহমদীর কাছে দোয়ার আবেদন রইল।

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(জুন, ১-৩০ ১৯৯৭)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

তবলিগী ও তরবিয়তী দায়িত্বের উপর জুমু'আর খুৎবা

এ মাসের প্রথম দু'টো খুৎবা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে প্রদান করেন। প্রথম খুৎবাতে হুযূর (আইঃ) সকলকে তবলিগী ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন এবং তবলিগী ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তুলে ধরেন। ১৩ই জুনের খুৎবায় এ ব্যবস্থাপনার বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতি মহল্লায় কীভাবে ছোট ছোট লাইব্রেরী গড়ে তোলা দরকার তার উপর বাস্তব দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

২০শে জুন হুযূর (আইঃ) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে **বায়তুর রহমান** মসজিদে সন্তানদের তরবীয়তের বিষয়টির উপর গভীর আলোচনা করেন। প্রতিকূল পাশ্চাত্য সমাজে সন্তানদের গড়ে তোলা এবং সমাজের ব্যাধিসমূহ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতির উপর আলোক-পাত করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ খুৎবার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের খুব সম্ভবতঃ ৪৯তম বার্ষিক জলসা (সম্মেলন)-এর উদ্বোধন হয়।

এরপর ২৭শে জুন ক্যানাডার টোরন্টো শহর হতে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দূরে মেপলে-এ অবস্থিত উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম মসজিদ **বায়তুল ইসলাম** মসজিদে জুমুআর খুৎবা প্রদান করা হয়। এতে হুযূর (আইঃ) শয়তানের প্ররোচনা হতে আত্মরক্ষা বিশেষ করে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করার উপর আলোকপাত করেন। এ খুৎবার মাধ্যমে ক্যানাডার ৩১তম সালানা জলসা ও গুয়েতেমালার ৮ম সালানা জলসার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সফল জলসা

আল্লাহর ফযলে যুক্তরাষ্ট্রের জলসা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ২০-২২শে জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জুমুআর খুৎবা, দ্বিতীয় দিনে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ এবং শেষ দিনে সমাপনী ভাষণ হুযূর (আইঃ) প্রদান করেন এবং তা এম,টি,এ, কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ক্যানাডার কল্যাণমণ্ডিত জলসা

২৭-২৯শে জুন ক্যানাডার জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসাতেও দ্বিতীয় দিনে হুযূর (আইঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং শেষ দিনে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের জলসার প্রদত্ত ভাষণে ধারাবাহিকতায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে হুযূর (আইঃ) হযরত আসিয়া ও হযরত মরিয়ম-এর উদাহরণ সামনে রেখে মহিলাদের

দায়িত্ব ও মর্যাদার উপর আলোকপাত করেন। সমাপনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) পাশ্চাত্য সমাজকে 'ভালো'-র দিকে ডাকা এবং ভাল ও কল্যাণময় বিষয়ের সার্বজনীনতার উপর আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, গত বছর হুযূর (আইঃ) ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানীর জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ও সমাপনী ভাষণগুলো এমনভাবে প্রদান করেন যে, সেগুলো চারটি মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় আলোচিত হয়েছিল।

ক্যানাডার জলসায় প্রায় আট হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। কানাডার প্রধান মন্ত্রী জঁ্যা খেতিয়েঁ তাঁর বাণী খচিত ফলক সহ তাঁর একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন এবং অন্টারিও প্রদেশের প্রিমিয়ার (মুখ্য মন্ত্রী)-ও অনুরূপ বাণী প্রেরণ করেন। বাণীতে তারা ক্যানাডার সমাজে জামাতের অবদানের প্রশংসা করেন এবং হুযূর (আইঃ)-এর প্রতি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। জলসায় ৩ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ৪ জন সংসদ সদস্য ও ৫টি শহরের মেয়রসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে এক প্রশ্নোত্তর সভাও অনুষ্ঠিত হয় যেটিতে তারা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হুযূর (আইঃ)-এর অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে. পূর্বেও ক্যানাডার সরকার হুযূর (আইঃ)-এর অনেক পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন।

একজন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হুযূর (আইঃ)-কে হংকং-এর ভবিষ্যৎ মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে তিনি বলেন, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশী কৌশলী ও নিজ আধিপত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পারদর্শী। মাও-সে-তুং এর সময় থেকেই একটা কৌশলে তারা বিরোধিতা নির্মূল করেছে। তা হল কয়েক বছর পর পর দু-চার বছর তারা কিছুটা বাক-স্বাধীনতা দিতো। বলা হতো আসো, সমালোচনা কর। এতে বৈদেশিক চাপও কমতো আর অভ্যন্তরীণভাবে যারা সরকারের সবচেয়ে কট্টর সমালোচক এবং তাদের জন্য ভয়ের কারণ, তারা চিহ্নিত হয়ে যেতো। এরপর কোন এক অশুভ প্রভাতে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকে ধরে শিরোচ্ছেদ করা হতো। তিয়ানানমেন-এর পরও এভাবে তারা পার পেয়েছে আর আশংকা এটাই যে, হংকং এ প্রথম কয়েক বছর স্বাধীনতা দিয়ে এরূপই কিছু একটা করা হবে।

[নোট: জুন মাসে খাকসার (সংকলক) অধিকাংশ সময় সফরে থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত পাঠকদের কাছে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।]

কার না কার

(করো, কোর না)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-সূচী)

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(পঞ্চম কিস্তি)

ইসলামী সভ্যতা কৃষ্টি সম্বন্ধীয়

- তুমি সভ্য ও শিষ্টাচারপূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করো।
- তুমি সাক্ষাৎকালে অগ্রে সালাম দাও।
- তুমি বন্ধুদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করো।
- তুমি তোমার বাড়ীর বা কোঠার জিনিষপত্র গুছিয়ে এবং সাজিয়ে রাখো।
- তুমি এত চিল্লা-চিল্লি কোর না যাতে ঘরের লোকেরা এবং প্রতিবেশীগণ বিরক্তি বোধ করেন।
- তুমি তোমার জুতো পায়ে দিয়ে খট্ খট্ শব্দে ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা কোর না।
- তুমি হুইসেল বাজানোর অভ্যেস পরিহার করো। (আর মেয়েদের জন্যেতো এ অভ্যেস খুবই দৃষ্টি-কটু)
- তুমি তোমার পাজামা ও লুঙ্গি নাভির ওপরে বান্ধো।
- হে ছাত্র-ছাত্রী! তুমি পেন্সিল বা (কলমের) হোল্ডার চিবিও না।
- তুমি কুসংস্কারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ো না।
- হে ছাত্র-ছাত্রী তুমি স্লেটের লেখা থু থু দিয়ে মুছবে না।
- যখন তুমি কোন ময়লা কাপড় ঝাড়ো তখন লোকদের নিকট থেকে দূরে গিয়ে ঝাড়ো।
- হে বালক! যতদূর সম্ভব তুমি অন্য পুরুষ বা বালকদের সাথে একই বিছানায় ঘুমুবে না।
- তুমি চক চকে কার্পেটের ওপরে ময়লা জুতো নিয়ে ওঠবে না।

০ তুমি সর্বদা সময় মত স্কুল, কলেজ, অফিস বা কর্মস্থলে যাও।

০ তুমি এমনভাবে খেয়ো না যে, চপ্ চপ্ শব্দ লোকেরা শুনতে পায়।

০ তুমি তোমার পরনের কাপড় দ্বারা নয় বরং তোমার রুমাল দ্বারা নাক পরিষ্কার করো।

০ হে মহিলা! চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবার পরে নিজের উপড়ে যাওয়া চুলের গোছা যেখানে সেখানে ফেলো না।

০ তুমি বাজারে চলার পথে কোন কিছু খেয়ো না।

০ তুমি দরিদ্রদের সঙ্গ দেবার স্বাদও গ্রহণ করো।

০ তুমি সভায় বসে উদগার উঠানো, হাই তোলা বা ঝিমানো এবং বায়ু নিঃসরণ করা থেকে বিরত থাকো।

০ যদি সভায় কেউ এতে আক্রান্ত হয় তাহলে এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা কোর না।

০ যদি তুমি কোন দাওয়াতে যাও তাহলে নির্ধারিত সময়ের পরে যেয়ো না।

০ দাওয়াত খাওয়ার পরে যতদূর সম্ভব তুমি সেখানে বিলম্ব করবে না।

০ হে বালিকা! তুমি তোমার ভাই-এর সাথে এক বিছানায় শয়ন কোর না।

০ যতদূর সম্ভব তুমি পান খাওয়ার অভ্যেস করবে না।

০ তুমি নাভীর নিচের শরীর এবং পায়ের গিরোর ওপরের অংশের শরীর লোকদের সামনে নগ্ন করবে না।

০ তুমি এমন পোষাক পরিধান করবে না যদ্বারা তুমি প্রশ্নের সম্মুখীন হও।

০ হে যুবক! তুমি তোমার পোষাক সাদা-সিদে ও দরবেশ সুলভ করো।

০ তুমি জুমুআর দিন ছুটি নাও।

০ তুমি তোমার হাতে কাষ্ঠ খণ্ড নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ো না।

০ তুমি যেখান থেকে যে জিনিষ উঠিয়েছো সেখানে সেটা রেখে দাও।

০ তুমি সর্বদা সম্মানিত স্থানে বসার চেষ্টা করবে না।

০ হে মহিলা! তুমি মিতাচারের সীমা লঙ্ঘন করে সৌন্দর্য ও সাজ-গোছ কোর না।

০ হে মহিলা! তুমি না-মোহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) পুরুষের সাথে একাকী বসবে না।

০ হে মহিলা! তুমি তোমার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে না-মোহরাম পুরুষকে তোমার ঘরে আসতে দিবে না।

০ তুমি সর্বদা তোমার নাকে ঘড় ঘড় শব্দ করবে না। (চলবে)

ওয়াকফে নও মোজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

মোহাম্মদ নাসের এলাহী (৪২০-এ)
পিত : মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
মাতা : শাহিদা বেগম,
নানা : আবদুল করিম (লণ্ডনী)
গ্রাম : দুর্গারামপুর, জেলা : বি, বাড়ীয়া

মোঃ তফসীর আহমদ (রনি) ৭২৫৬-এ
পিতা-মোঃ আবুবকর সিদ্দীক
দাদা-আবদুল আমিন শেখ
মাতা-খালেদা খাতুন
নানা-মফিজুল ইসলাম ভূঞা
গ্রাম :- তেরগাতী, পোঃ মুমুরদিয়া
জিলা : কিশোরগঞ্জ

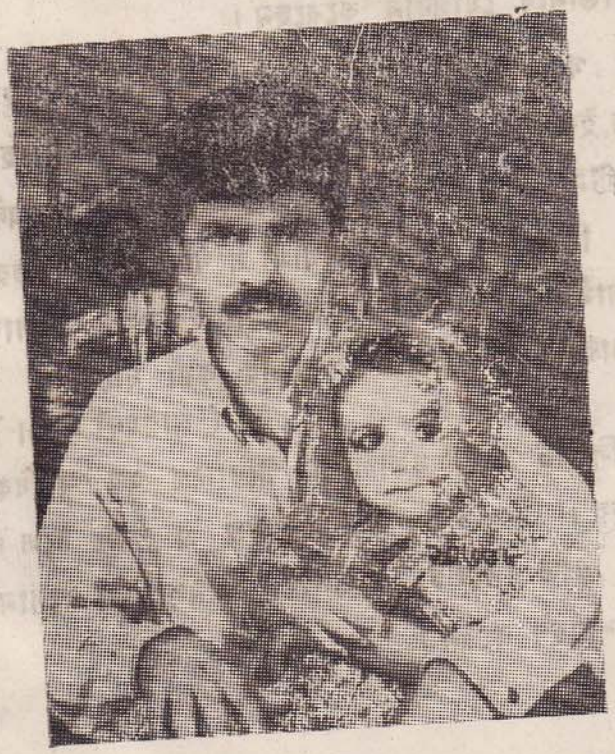

নাম : সোনিয়া আখতার
(১০৬৫৮-এ)
পিতা : মোহাম্মদ শাহজাহান
দাদা : মৃত মোহাম্মদ সুরত আলী
মাতা : সাহেরা বেগম
নানা : মুজীব আলী মুন্সী
গ্রাম : আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা,
জিলা : পঞ্চগড়

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ই জুলাই ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল। ঐ দিন সমগ্র বাংলাদেশের জামাতসমূহ অতীব উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস পালন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তারা আলাপ আলোচনা করেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত বা সংগঠন থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারা হলেন—আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা, নাসেরাবাদ, ঘাটুরা, তারুয়া, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, মেরীগাছা, নিউসোনাতলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ।

যুক্তরাজ্য জামাতের সালানা জলসা অভূতপূর্ব সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযলক্রমে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্য জামাতের ৩২তম সালানা জলসা মহা বরকত, ফযল ও অভূতপূর্ব সফলতার সাথে গত ২৫-২৭ জুলাই '৯৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ জলসার বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম সাটেলাইটের মধ্যে পাঁচটি মহাদেশে প্রচারিত হওয়ার ফলে ইহা এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে এ জলসায় গত বছরের চাইতে বেশী অর্থাৎ ১৩৪৫৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছেন।

হুযূর (আইঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী গত আগষ্ট থেকে এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৫৮৪ জন বয়াত করে আহমদীয়ত বা প্রকৃত ইসলামে দাখেল হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সারা বাংলাদেশেও যেখানে যেখানে ডিশ এন্টিনা রয়েছে সেখানে আহমদী ও অ-আহমদী সমবেত হয়ে এ জলসার কার্যক্রম দেখেছেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে. ইনশাল্লাহ। এ বছর আমাদের ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব লণ্ডন জলসায় গেছেন। তাঁর নিরাপদ সফর ও সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(আহমদী বার্তা)

০ গত ২৪-৬-৯৬ইং বৃহস্পতিবার বৃহত্তর সিলেট জেলা মজলিসের উদ্যোগে ২য় বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬-৬-৯৭ তারিখ পর্যন্ত এ ক্লাস চলে। ২৭-৬-৯৭ ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট, পাওলীয়া, চানপুর চা বাগান ও জামালপুর মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

দোয়ার অনুরোধ

পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ খান বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ। তাঁর পূর্ণ কর্মক্ষম স্বাস্থ্যের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

শোক সংবাদ

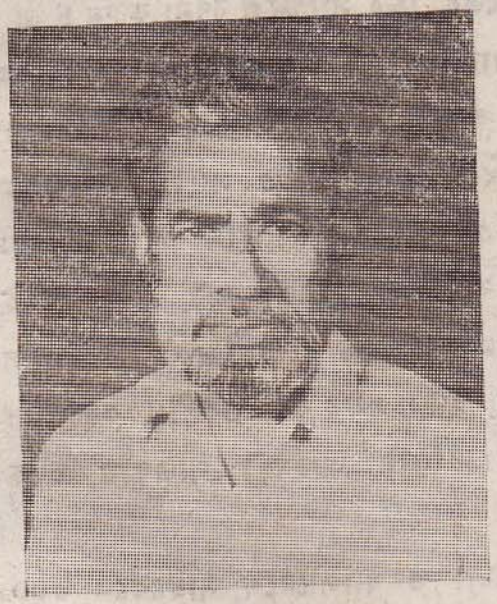

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৫-৬-৯৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মহিউদ্দিন সাহেব সকাল ১০-৩০ মিনিটে হৃদরোগ জনিত কারণে স্থানীয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না .....রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। মরহুমের মরদেহ স্থানীয় পৌর গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জামা'তের সকল ভাই-বোনের নিকট মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং পরিবারর্গকে সাব্‌রে জামীল দানের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আলমগীর কবীর

o আহমদীয়া মুসলিম জামাত আশুলিয়া, সাভার-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ পিয়ার আলী সরকার সাহেবের পত্নী মোসাম্মৎ আবেদা খাতুন গত ১২-৭-৯৭ইং রোজ শনিবার দুপুর ১টার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

নজরুল ইসলাম

o আমার পিতা জনাব মোঃ আশরাফ আলী (অবঃ বায়তুল মাল ইনস্পেক্টর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ) দীর্ঘ দিন ধরে ডায়াবেটিস, কিডনী, বাতরস ও পায় পচনজনিত রোগে ভুগে গত ২৫-৬-৯৭ইং রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না .....রাজেউন) মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল সত্তর বছর। তিনি স্ত্রী দুই কন্যা দুই পুত্র ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সুলতান আহমদ

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীম

প্রশ্ন ঃ ১৯৩৬/৩৭ সালে বাংলায় আহমদী জামাতের চিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ ১৯৩৬ সালে বাংলার আমীর ছিলেন খান বাহাদুর আলহাজ্জ আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব। তাঁর প্রভাবে তাঁর দুই ভাই আবুল কাশেম খান চৌধুরী, আবুল আসেম খান চৌধুরীও বয়াত করে আহমদীয়তে দাখিল হন। ১৯৩৫ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসায় গিয়ে আবুল কাসেম সাহেব বয়াত গ্রহণ করেন। ইনি আলহাজ ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের পিতা। তাঁর বড় পুত্র ছাড়া অন্য সব পুত্রই আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ কাদিয়ানে পড়তেও গিয়েছিলেন। আবুল আসেম বকু মিয়া সাহেব কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে তবলীগ করতেন। ঐ সময় মীর রফিক আলী সাহেব রাজশাহীতে ছিলেন। তিনি আহমদী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন।

ঐ সময় মোহাম্মদ হানিফ কোরেশী কাশ্মিরী উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে সাইকেলে ৫০০ মাইল সফর করে আহমদীয়তের বার্তা লোকদের কাছে পৌঁছান। তিনি বেশ কিছুকাল তারুয়াতে অবস্থান করেন এবং সেখানে বিবাহ করেন।

আমি পরবর্তীকালে তাঁকে রাবওয়াতে দেখেছি এবং তাঁর অভিনব সাইকেলটিও দেখেছি। তাঁর সন্তানেরা তারুয়া গ্রামে এখনও আছেন এবং জামাতের কাজ করছেন। ঐ সময় আহমদী পত্রিকায় আলী আনওয়ার সাহেব খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাঃ) খুতবা অনুবাদ করে ছাপাতেন। তিনি জামাতের একজন সিদ্ধহস্ত অনুবাদক ছিলেন।

ঐ বৎসর তারুয়ায় ১৯ ও ২০শে মার্চ তারিখে উনিশ ঘণ্টাব্যাপী এক বহস অনুষ্ঠিত হয়। গয়ের আহমদী মৌলবীদের সঙ্গে বহস করেন হানিফ কোরেশী সাহেব এবং মৌঃ হায়দার আলী সাহেব। সঙ্গে নবদীক্ষিত আব্দুর রহমান সাহেবও ছিলেন। আব্দুর রহমান সাহেব পরবর্তীকালে আহমদী পত্রিকার সম্পাদক, তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলের শিক্ষক এবং আমেরিকায় ইসলাম প্রচারকরূপে কাজ করেন। এই বহসের আয়োজনকারী ছিলেন গয়ের আহমদী উকিল আব্দুর রৌফ সাহেব।

ঐ সময় কাদিয়ানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে চৌধুরী মোজাফফর উদ্দীন সাহেব এবং মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বাংলায় মোবাল্লেগ রূপে মনোনয়ন লাভ করেন। ঐ সময় আর ও

দুইজন প্রাদেশিক মোবাল্লেগ ছিলেন মৌঃ আজিজুদ্দীন সাহেব এবং সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব। উল্লেখ্য যে, চার জন মোবাল্লেগ সমগ্র বাংলাদেশে (অবিভক্ত) ব্যাপকভাবে আহমদীয়ত প্রচার করেন। তখন ঢাকায় নবী দিবস পালন করা হত হিন্দু মুসলমান পণ্ডিতদেরকে নিয়ে।

১৯৩৬ সালে কাদিয়ানে সর্বপ্রথম টেলিফোন চালু হয়। ১৪ জুন তারিখে বাংলার সুসন্তান সুফী মতিউর রহমান বাংগালী বিশ বছর কাল আমেরিকায় ইসলাম প্রচার করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁকে নানা স্থানে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তখন জামাতে একমাত্র সংগঠন ছিল আনসারুল্লাহ। সকল বয়সের আহমদীরা এর সদস্য ছিলেন।

মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সালে আহমদীয়ত কবুল করেন। তিনি ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন। ১৯১৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সালানা জলসা। ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় (অঞ্চলে) ২০০০ আহমদী ছিল। তখন সমগ্র বাংলায় একমাত্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর চট্টগ্রাম, বগুড়া, ভরতপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুঁড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, খুলনা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে তেত্রিশটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের মৌলবী পাড়ায় প্রথম আহমদী মসজিদ স্থাপিত হয় বড় মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে। হযরত উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) এবং খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই মসজিদে পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা প্রদান করেন। এছাড়া বহু আহমদী এই মসজিদ (মসজিদুল মাহদী) নির্মাণের জন্য মুক্ত হস্তে চাঁদা প্রদান করেন। বাঁকুড়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব।

২৮,২৯,৩০ অক্টোবর অন্নদা হাইস্কুলে ২০ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন ছিল মহিলাদের। এতে সভাপতি ছিলেন মিসেস আহসান উল্লাহ চৌধুরী। এই জলসায় ৩০০ আহমদী যোগদান করেন। খান সাহেব আলহাজ্জ ফরযন্দ আলী সাহেব এই জলসায় যোগদান করেন।

ঐ সময় মতিন নামে একজন কবিতা লিখতেন। খুবসম্ভব ইনি পরবর্তীকালের চৌঃ আব্দুল মতিন সাহেব। উকিল আওসাফ আলী সাহেবও কবিতা লিখতেন। লেখকদের মধ্যে আরো ছিলেন দৌলত আহমদ খান খাদিম।

১৯৩৭ সালে ১৪, ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বহুবার

বাংলাদেশে (পূঃ পাক) আগমন করেন। ইনি আরবী পত্রিকা আল বুশরার এবং উর্দু পত্রিকা আল ফুরকানের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আতাউল মুজিব রাশেদ বর্তমানে লণ্ডন মসজিদের ইমাম।

আমি বিগত ৩১/৫/৯৭ তারিখে আমীরের গুরুদায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহি আলাকুল্লেহাল। আমার ইচ্ছা বাংলাদেশে আহমদীয়তের ইতিহাস যতখানি সম্ভব গেঁথে যাওয়া। এটি অতি কঠিন কাজ। অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্‌তা'লা যেন আমাকে ইতিহাস সংগ্রহ করার মত শক্তি দান করেন। প্রশাসকের দায়িত্বে থাকলে যেমন সবাইকে খুশী রাখা যায় না তেমনি মন দিয়ে গবেষণা কাজও করা যায় না। আমার কাছে পদ বড় নয় কাজই বড়।

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে মিথ্যা পরিহার করার জন্যে তাকিদপূর্ণ নসিহত করেছেন।

কয়েকদিন পূর্বে একজন নবদীক্ষিত আহমদী বন্ধুর সাথে আলাপকালে তিনি তার পূর্ব ধারণা মোতাবেক বল্লেন—মাওলানা মওদুদী সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ফতওয়া দিয়েছেন যে, দুই বন্ধু বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সখ্যতা সৃষ্টির জন্যে মিথ্যা কথা বলা জায়েয। তখন আমি তাকে কুরআন মজীদ-এর নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে বল্লাম—মিথ্যা কথা বল্লে এ আয়াতের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয় না কি?

"কুল্ কাওলান সাদীদা অর্থাৎ তোমরা সরল-সুদৃঢ় কথা বলো

(সূরা আহযাব : ৭১ আয়াত)

মিথ্যাই যার ভিত্তি তা কীভাবে সুফল দিতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এক দিন মিথ্যা তো প্রকাশ পাবেই পাবে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সু-সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষা হলো তাকওয়াকে (খোদা-ভীরুতা) ভিত্তি করা। বিয়ের এলানের সময়ে পঠিত আয়াতগুলোতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং মিথ্যা কথা বলা কোন প্রেক্ষিতে বা সময়েই জায়েয নয়। মিথ্যাবাদী যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে খোদাকে সর্বশক্তির আধার মনে করে না বরং ঐ মিথ্যা বা ছল-চাতুরীকেই শক্তিশালী মনে করে আর কাপুরুষের মত বক্র পথ অবলম্বন করে। সত্যাশ্রয়ী হয় সাহসী, যে কোন পরিস্থিতিতে সত্যতার আঁচল পরিত্যাগ করেন না। মিথ্যা পরিশেষে পরাভূত হয় আর সত্য তার বিজয় মাল্যে হয় ভূষিত। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং কোন পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বৈধ নয়। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে মিথ্যার কালো ছোবল থেকে রক্ষা করুন এবং সত্যাশ্রয়ী হতে সাহায্য করুন। আমীন।

সম্পাদকীয়

সর্বাবস্থায় মিথ্যা পরিত্যাজ্য

সত্য জ্যোতির্ময় মিথ্যা কালিমালিপ্ত। যতগুলো অপগুণ রয়েছে মিথ্যা তার মধ্যে বোধ করি সর্বোচ্চ স্থানে। কোন ধর্মের মাপকাঠিতে তো নয়ই নৈতিক মূল্যবোধ ও ভদ্রতার মাপকাঠিতেও মিথ্যার কোন অস্তিত্ব নেই—নেই কোন সমর্থন। একজন ঘোরতর মিথ্যাবাদীও মিথ্যাকে খারাপ না বলে পারবে না। তাই মিথ্যা মহাপাপ। এক মিথ্যা অনেক মিথ্যাকে জন্ম দেয়। অনুসন্ধান করে জানা যায় মিথ্যা সকল পাপের জন্মদাত্রী মাতা। এমন কোন নবী, রসূল আবির্ভূত হননি যিনি মিথ্যাকে পরিহার করার নির্দেশ দেন নি। ইসলাম মিথ্যাকে মূর্তিপূজা তথা শিরকের সাথে তুলনা করেছে। কুরআন বলে—

"অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো ও মিথ্যা কথা বলা হতেও দূরে থাকো—আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে একনিষ্ঠ অবস্থায় কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক কোর না।
(সূরা হাজ্জ : ৩১-৩২ আয়াতাংশ)

মিথ্যার প্রতি আমাদের প্রিয় নবী—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে কতটা ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি ছিলো তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রতিভাত হয়—

"হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বল্লেন, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের সবচে' বড় পাপের কাজ সম্বন্ধে অবহিত করবো না। (সমবেত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তিনি একথা তিনবার উচ্চারণ করলেন) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বল্লেন, শোন, সবচে' বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। এরপর তিনি তাকিয়ায় হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বল্লেন, ভালভাবে শুনে রাখো, সবচে' বড় পাপ হলো মিথ্যা কথা বলা। তিনি তাঁর (সাঃ) শেষের কথাকে বারে বারে বলতে লাগলেন। তখন আমাদের মনে হলো (সাহাবীরা বলেছেন) যদি তিনি এর পরে থেমে যেতেন তাহলে তাঁর (সাঃ) কথা বলার জন্যে কষ্টের লাঘব হতো।" (বুখারী)।

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে ও লেখায় মিথ্যা কথা না বলার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এমনকি এ প্রসঙ্গে বয়াতের মাধ্যমে তাঁর জামাতের লোকদের নিকট থেকে অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছেন।

ইদানিংকালে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবার ব্যাপারে কতক আহমদী যুবক কিছু কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন জেনে আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ২৭শে জুন '৯৭ তারিখে কানাডার সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণে মিথ্যার বিরুদ্ধে

(অবশিষ্টাংশ ৪২ পাতায় দেখুন)

2nd Issue 31st July, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM MTv AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272